জানুয়ারি - ২০২০

চিকেন্স অ্যান্ড ফিডস
বর্ষ-পঞ্জি
২০১৯

বাংলাদেশের কৃষি শিল্প কারখানা
নির্মানে একধাপ এগিয়ে

CHICKS & FEEDS®

www.cknfeeds.com

চিকস অ্যান্ড ফিডস সম্পর্কে

চিকস অ্যান্ড ফিডস লিমিটেড বাংলাদেশে কৃষিশিল্পের যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ২০০১ সালে যাত্রা শুরু করে চিকস অ্যান্ড ফিডস, সেরা মানের কৃষিশিল্পের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে আসছে। কৃষিশিল্প সংক্রান্ত যেকোন প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়ন করবেন সে সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। সর্বাধিক উন্নত প্রযুক্তির কৃষিশিল্পের যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী এবং বিশ্বব্যাপী সমাদৃত কিছু ব্র্যান্ডগুলোর সাথে স্ট্রাটেজিক পার্টনারশীপ থাকায় স্থানীয় ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে যন্ত্রপাতির মান নিশ্চিত করা হয়।

Chicks and Feeds Limited is a project management company provides 360° agro-industrial solution. Since 2001, the company has been dedicated to poultry genetic, processing and feed technology. We have made strategic partnership with selective global brands to provide best quality products and services at affordable price. We believe in client's satisfaction, therefore, we prefer to work with selective clients from planning to operation management.
Limited customer, Happy Customer and Reputed customer is our policy.

বাংলাদেশের কৃষি শিল্প-কারখানা নির্মানে একধাপ এগিয়ে

আমাদের সেবাসমূহ

প্রকল্প পরিকল্পনা
প্রকল্প তৈরী
প্রকল্প বাস্তবায়ন
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা
মার্কেট রিসার্চ

Our Services

Project Planning
Project Profile Preparation
Project Implementation
Project Management
Market Research

আমাদের প্রকল্পসমূহ

ফিডমিল ও সাইলো
এনভাইরনমেন্ট কন্ট্রোলড ঘর
ইকুইপমেন্ট
পোল্ট্রি প্রসেসিং
মিট প্রসেসিং
ফ্রুটস/মিল্ক প্রসেসিং
বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস
ও অন্যান্য কৃষি প্রকল্প

Our Projects

Feedmill & Silo
Environment Controlled House & Equipment
Poultry Processing
Meat Processing
Fruits/Milk Processing
Commercial Biogas

CHICKS AND FEEDS LTD

Office: House-08, Road-14, Dhanmondi, Dhaka-1209
Phone : +880 2 912 1205-06, +880 17 1126 2394
Customer Care : +880 17 2563 3337

সূচি পত্র

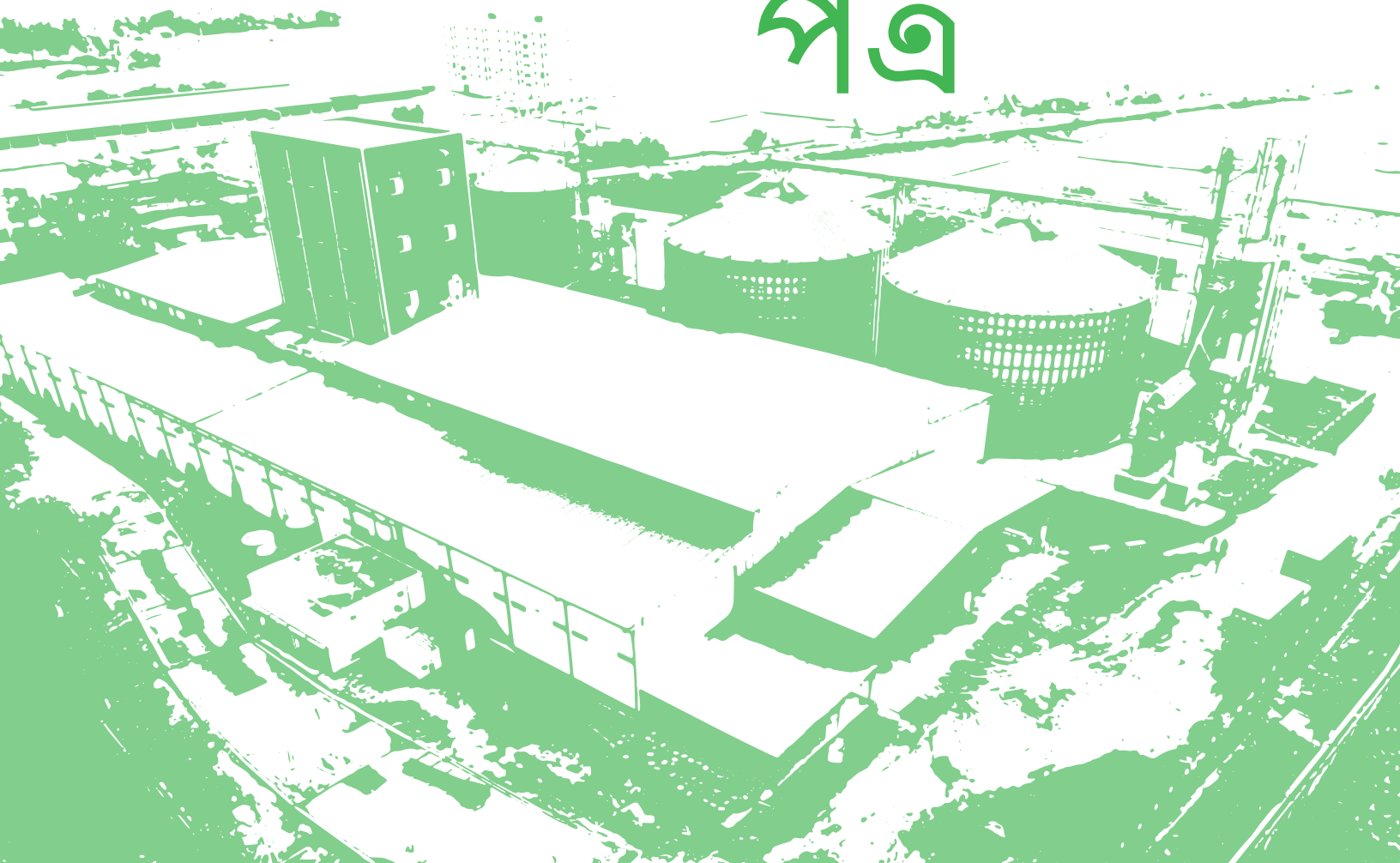

পোল্ট্রি পণ্যের প্রচার এবং প্রসার ০৬

বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের গুরুত্ব,সম্ভাবনা,সমস্যা এবং করনীয় ০৯

২০১৯ এ চিকেন অ্যান্ড ফিডসের নতুন অংশীদ্বার ১৪ থেকে ১৭

নেপালে চিকেন অ্যান্ড ফিডসের নতুন প্রকল্প ১৯ থেকে ২১

২০১৯ এ বিভিন্ন কৃষি প্রদর্শনীতে চিকেন অ্যান্ড ফিডসের অংশগ্রহণ ২৩ থেকে ২৬

চিকেন অ্যান্ড ফিডসের বিভিন্ন প্রকল্প ২০১৯ ২৮ থেকে ৩৫

সমসাময়িক পোল্ট্রি শিল্প এবং বাংলাদেশ ৩৬

সমবেতভাবে, নিশ্চিত করি নিরাপদ খাদ্য ৩৭

চিকেন অ্যান্ড ফিডসের প্রকল্পসমূহের অবস্থান ৩৯ থেকে ৪৫

২০২০ এ চলমান ও সম্ভাব্য প্রকল্প ৪৭ থেকে ৪৯

পোল্ট্রিশিল্পের উন্নয়নে পোল্ট্রি পণ্যের প্রচার এবং প্রসার

বাংলাদেশে পোল্ট্রিশিল্প এখন তিন যুগে পদার্পণ করেছে। বাড়ীর ছাদ থেকে পোল্ট্রি এখন শিল্পে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের পোল্ট্রি এখন বিশ্বের যে কোনো উন্নত দেশের শিল্পের সমান্তরাল। আধুনিকতা এবং টেকনোলজির ছোঁয়া লেগেছে দেশের প্রায় প্রতিটি ব্র্যান্ডেড কোম্পানিগুলোতে। মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে অনেক মানদণ্ডে পিছিয়ে থাকলেও বাংলাদেশ পোল্ট্রি শিল্পে উন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ে চলে গেছে। প্যারাগন, নারিশ, কাজী ফার্ম, নাহার, সিপি, নিউ হোপ, আর আর পি, আমান, এজি এগ্রো-সহ প্রায় সব ব্র্যান্ডেড কোম্পানিগুলোতে বায়ো-সিকিউরিটি বা পাখির আরাম-আয়েশ অথবা উৎপাদনশীলতা বা বিদ্যুৎসাশ্রয়ী, প্রতিটি বিষয়েই বিবেচনা করা হচ্ছে উন্নতবিশ্বের ফার্ম ব্যবস্থাপনা এবং টেকনোলজির উপর ভিত্তি করে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশের পোল্ট্রিশিল্প উন্নত বিশ্বের মতোই সমৃদ্ধশালী।

সমৃদ্ধশালী এই শিল্প মাঝে মাঝেই চরম দুরাবস্থার মধ্যে পরে উদ্যোক্তাদের মানসিক এবং আর্থিক শক্তি হ্রাস করছে। গত দুই দশকে এই চড়াই-উতরাই এর দৃশ্য ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এই দৃশ্য অতীতে দেখেছি, বর্তমানেও দেখছি এবং ভবিষ্যতেও দেখব যদি না সঠিক একটি পলিসি তৈরী করা হয় । মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদের সাথে যুক্ত সমস্ত অ্যাসোসিয়েশন এবং এই শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবীদের সমন্বয়ে একটি কমিটি করে বাংলাদেশের পোল্ট্রিশিল্পের ভবিষৎ ম্যাপিং করা একান্ত প্রয়োজন।

পোল্ট্রিশিল্প একটি মৌলিক চাহিদার শিল্প। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা – এই পাঁচটি মানুষের মৌলিক চাহিদা। পোল্ট্রিশিল্পের অবস্থান সবার আগে কারণ, এটি খাদ্যশিল্পের অন্তর্গত। অথচ সবচেয়ে গুরুত্বের জায়গায় থেকেও বাংলাদেশের পোল্ট্রিশিল্প সরকারের সঠিক পরিকল্পনার আওতায় এখনও আসেনি। গত দুই দশকের পোল্ট্রিশিল্পের দিকে নজর দিলে এটাই পরিলক্ষিত হবে যে, আমাদের শিল্প ষড়ঋতুর মতোই এগিয়ে চলেছে। কখনও DOC- এর বাজার ভালো, আবার কখনও বা ধস ! কখনও ব্রয়লারের বাজার খামারিদের উৎসাহিত করে, আবার কখনও বা সেই খামারিরা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। শত শত লেয়ার খামার বন্ধ হয়ে যায় অথবা খামারিরা রাস্তায় ডিম ভেঙে প্রতিবাদ করে আবার কখনও বা রমরমা ব্যবসা। এই অবস্থার মূল কারণ হলো সঠিক পরিকল্পনা এবং তথ্যের অভাব। নির্ভরযোগ্য একটি তথ্যভাণ্ডার এই মুহূর্তে পোল্ট্রিশিল্প রক্ষার জন্য ভীষণ প্রয়োজন। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা উচিৎ ব্রিডারের সংখ্যা । GP এবং PS এর সংখ্যা পোল্ট্রিশিল্পের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টি সঠিকভাবে বিবেচনায় নেয়া হলে রমরমা ব্যবসা অথবা ধস নামার মত ঘটনা অনেকটাই কমে যাবে বা বন্ধ হয়ে যাবে।

ওয়েট মার্কেটে মুরগি এবং অনান্য মাছ-মাংস বিক্রি প্রতিনিয়তই জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করছে। এই ওয়েট মার্কেট বন্ধ করে প্রসেস মিট/ফিস মার্কেট জনস্বাস্থ্যের সাথে সাথে বর্তমান বাজারের এই অসামঞ্জস্যতা দূর করবে বলে এই শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ মনে করেন।
প্রচার ও প্রচারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে যেখানে সেখানে মুরগি জবাই বা কাটাকাটি করা যে নিরাপদ খাদ্যের মধ্যে পড়ে না, এই ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন। শুধু ঢাকা শহরের ৫ তারকা হোটেল বা কনভেনশন সেন্টারে নয়, বরং এই প্রচারণা প্রয়োজন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইমাম সাহেবদের এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিয়ে চোখের সামনে জবাই করা মাংসের তুলনায় ফ্রোজেন মাংস যে বেশি নিরাপদ সে ব্যাপারে বোঝানো। তিনি শুক্রবার মসজিদে নিরাপদ মাংস এবং ওয়েট মার্কেটের বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন। নিজের আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এইসব কর্মকাণ্ড আমাদের সমাজে একটি পরিবর্তন আনতে সহায়তা করবে।

“ স্বপ্ন দেখার গুরুত্ব অনেক। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন বলে আজ আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন না দেখলে হয়তো বাংলাদেশের জন্ম হতো না। আমরা কি স্বপ্ন দেখতে পারি না সবার জন্য নিরাপদ খাদ্যের? ”

স্বপ্ন দেখার গুরুত্ব অনেক। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন বলে আজ আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন না দেখলে হয়তো বাংলাদেশের জন্ম হতো না। আমরা কি স্বপ্ন দেখতে পারি না সবার জন্য নিরাপদ খাদ্যের? নিরাপদ খাদ্য শব্দটি প্রতিদিনই উচ্চারিত হয় অনেকবার। সরকার নিরাপদ খাদ্যের উপর জোর দিয়ে অনেক কিছুই করছেন কিন্তু নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সেগুলোকে সেই গুরুত্ব দেন না। ফলে নিরাপদ খাদ্য কর্মসূচিসমূহ ৫ তারকা হোটেল বা কনভেনশন সেন্টার পর্যন্তই বক্তার মুখে মুখেই রয়ে যায়।

নিরাপদ খাদ্যের অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে হাট-বাজারে বা খোলা জায়গায় হাঁস-মুরগি বা গরু-ছাগল জবাই বা মাংস কাটাকাটির কাজটি সবচেয়ে বড় অন্তরায় । পোল্ট্রিশিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা অ্যাসোসিয়েশনগুলো সরকারের সংশ্লিষ্ট বা মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যেতে পারেন। এটা করলেই কাজ হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়া আমাদের দেশে কোনোরকম পরিবর্তন আশা করা যায় না।

গাড়ির সিটবেল্ট বাঁধতে যেমন এখন আর কেউ বিরক্তবোধ করেন না, জাটকা ধরা যেমন অনেকাংশে কমে গেছে, তেমনি একদিন ওয়েট-মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবে, যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা জনস্বার্থে এই কথাগুলো বলতে পারি।

দেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশের দিকে এগোচ্ছে, এরপর এগোবে উচ্চ আয়ের দেশের দিকে । এই তো সময় স্বপ্ন দেখার। আসুন না সবাই মিলে স্বপ্ন দেখি, সারা দেশের পাড়ার মুদি দোকানগুলো হয়ে গেছে কনভেনিয়েন্ট শপ । বাজারের দোকানগুলো হয়ে গেছে সুপার শপ। গরু, খাসি, মুরগি-সহ সব রকমের মাংস সুন্দর সুন্দর প্যাকেটে সাজানো রয়েছে। ঘরমুখী মানুষ প্রয়োজনমতো কেনাকাটা করছে। চমৎকার রাস্তাঘাট, স্যুটে-বুটে বাঙালি আমজনতা (উচ্চ আয়ের দেশ হতে হলে লুঙ্গি-গামছার তথাকথিত বাঙালিয়ানা থেকে বের হয়ে আসতে হবে) লুঙ্গি বা গামছা আমাদের অপরিহার্য, যা ঘরের ভেতরে থাকবে – জনসম্মুখে নয়। উচ্চ আয়ের বাংলাদেশি মানুষজন একই মেট্রোরেলে চেপে যাতায়াত করবে । মানুষে মানুষে ভেদাভেদ আর চোখে পড়বেনা। কে কৃষক, কে বা শিল্পকারখানার কর্মী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা শিল্পপতি, সবাই সারি বেধে মেট্রোতে চলবে। সুপার মার্কেটে কে কী করেন বা কে কোথায় থাকেন, সেটা কোনো ব্যাপার নয়, বরং সবাই একই পণ্য কিনছেন এবং সবাই জীবনটাকে নিজের মতো করে উপভোগ করছেন।

আজ যদি আমরা এই স্বপ্ন দেখতে পারি। আশা করি এমন একটা দিন আমাদের জীবনে আসবে। আর এখনই আমরা নিশ্চিতভাবে নিরাপদ খাদ্যসহ অন্যান্য মাপকাঠিতে এগিয়ে যাব।

একটু একটু করে আমাদের সবাইকে পরিবর্তনের এই পথে হাঁটা শুরু করতে হবে। আমাদের এই পোল্ট্রিশিল্পের সবাই কি সচেতনভাবে কিছু প্রচার বা প্রমোশন করতে পারিনা, যা আমাদের শিল্পকে এগিয়ে নেবে, প্রভাবিত করবে পড়শিকে, এবং আরও অনেককে এবং একদিন সমগ্র দেশবাসীকে। এই শিল্পের সাথে আমরা যারা জড়িত, আসুন না পরিবর্তনের জন্য কিছু অভ্যাস করি।

- চিল্ড মিট বা ফ্রোজেন মিট সপ্তাহে অন্তত একদিন খাবার টেবিলে রাখি।

- কাছের মানুষদের ওয়েট-মার্কেটের বিভৎসতা সম্পর্কে অবহিত করি।

- ওয়েট-মার্কেট কীভাবে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ তা বর্ণনা করি।

- কোথাও বেড়াতে গেলে মিষ্টি বা ফল-মূলের বদলে নাগেট, সালামি বা এ জাতীয় চমৎকার মোড়কের রেডি টু ইট (Ready to eat) বা রেডি টু কুক (Ready to cook) খাদ্য বেছে নেই।

- সকালের নাস্তা বা বিকালের চায়ের সাথে কিছু চিকেনসমৃদ্ধ খাদ্যের রেসিপি তৈরি করা।

- স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামে চিকেনের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা।

- পোল্ট্রি মিট সবচেয়ে নিরাপদ মাংস, এটা প্রতিটি অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন করার জন্য সবচেয়ে সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী, এটা পরিচিত মানুষদের বোঝানো।

- বাজারে গেলে বড় বড় মুরগির খোঁজ করা।

আসুন স্বপ্ন দেখি, আপনার স্বপ্নই একদিন বয়ে নিয়ে আসবে পরিবর্তন। শিল্পের ঘটবে প্রসার এবং বাংলাদেশের মানুষ হবে পুষ্টিতে পরিপূর্ণ ।

এখলাসুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
চিকেন অ্যান্ড ফিডস লিমিটেড

বাংলাদেশে পোল্ট্রিশিল্পের গুরুত্ব সম্ভাবনা,সমস্যা এবং করণীয়

আমাদের দেশে পোল্ট্রিই হচ্ছে সবচেয়ে সস্তার প্রাণিজ আমিষ। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট মাংসের চাহিদার ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশই এ শিল্প থেকে আসছে। বাংলাদেশের পোল্ট্রি হালাল মার্কেটে প্রবেশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং আশা করা যায় ২০২০ সাল নাগাদ পোল্ট্রি প্রসেসড পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করবে। এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হলে প্রাথমিক পর্যায়ে বছরে অন্তত ৪ থেকে ৫ মিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশে ডিমের উৎপাদন ছিল ১ হাজার ৯৯ কোটি ৫২ লাখ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ হাজার ৭৮১ কোটি ডিম উৎপাদিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় ৮ হাজার ৩৩৮ কোটি ৬৮ লাখ টাকার ডিমকেন্দ্রিক বাণিজ্য হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের শেষ নাগাদ প্রায় ১২ হাজার ৪৬৭ কোটি টাকার ডিম বাণিজ্য হতে পারে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা জানায়, ২০২১ সাল নাগাদ দেশে প্রতিদিন ৫ কোটি ডিম ও প্রায় সাড়ে ৪ হাজার টন মুরগির মাংসের প্রয়োজন হবে। এই চাহিদা পূরণ করতে এ খাতে কমপক্ষে ৫০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন পড়বে। দেশের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, এছাড়া বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, সর্বোপরি দেশের দারিদ্র বিমোচনে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি পালন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

অত্যন্ত গর্বের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে বাংলাদেশে এন্টিবায়োটিক গ্রোথ প্রোমোটার (এজিপি) মুক্ত পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে । বিশ্বের সর্বাধিক পোল্ট্রি উৎপাদনকারি দেশ ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, চীন এজিপি'র ব্যবহার বন্ধ করতে না পারলেও বাংলাদেশ সরকার তা পেরেছে। আমাদের দেশে পোল্ট্রিতে হেভি মেটাল সমস্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। এন্টিবায়োটিকের যতগুলো বিকল্প আমাদের দেশে আছে অনেক দেশেই তা নেই।

এক যুগ আগেও সরকারি হিসাবে বাংলাদেশের মানুষ বছরে গড়ে ৪০টির বেশি ডিম খেতে পারত না। সেই দিন অবশ্য এখন বদলে গেছে। ধনী গরিব নির্বিশেষে যে খাবার সবার খাদ্য তালিকায় থাকে, সেটি হচ্ছে ডিম। এখন বছরে এখানকার মানুষ গড়ে ১০৩টি করে ডিম খাচ্ছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ন্যূনতম চাহিদার সমান।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, একজন মানুষের ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যতালিকায় বছরে ১০৪টি ডিম থাকা দরকার।

গত জুনে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী জার্নাল অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্স এ প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদন বলছে,

“ বাংলাদেশে যেসব ডিম নকল হিসেবে প্রচার করা হতো, তা আসলে প্রাকৃতিক নিয়মে কিছু অস্বাভাবিক আকৃতি ও রঙের ”

বাংলাদেশে যেসব ডিম নকল হিসেবে প্রচার করা হতো, তা আসলে প্রাকৃতিক নিয়মে কিছু অস্বাভাবিক আকৃতি ও রঙের। গবেষণাটি করেছেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের তিনজন গবেষক। তাঁদের গবেষণায় বলা হয়, দেশে উৎপাদিত ডিমের ২-৪ শতাংশ কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে থাকে। এসব অস্বাভাবিক ডিম বাজারে এলে সেগুলোকে চীনের তৈরি কৃত্রিম বা নকল ডিম হিসেবে এত দিন প্রচার করা হয়েছে। আদতে এসব ডিম আর দশটা ডিমের মতোই পুষ্টিমানসমৃদ্ধ।

আকৃতি ও রঙের ক্ষেত্রে অন্য ডিমের চেয়ে দেখতে আলাদা হওয়ার কারণে এসব ডিম নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূলত গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কোথাও নকল ডিম পাওয়া গেছে এমন সংবাদ প্রকাশের পর গবেষকরা সেখানে গিয়ে ডিমগুলো সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা দেশের ২৫টি জেলা থেকে এমন ৩ হাজার ৬৬০টি ডিমের নমুনা সংগ্রহ করে তা গবেষণাগারে পরীক্ষা করেন। গবেষণায় যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক নথুরাম সরকার, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শাকিলা ফারুক ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আতাউল গণি রব্বানী।

২০১৭ সালের মার্চ থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত তাঁরা গবেষণাটি করেন। সীমান্ত স্থলবন্দর, বিভাগীয় শহর, জেলা-উপজেলার বিভিন্ন ছোট-বড় বাজারসহ ঢাকার বিভিন্ন পোল্ট্রি মার্কেট থেকে তাঁরা ডিমের নমুনাগুলো সংগ্রহ করেন। নমুনাগুলোর সঙ্গে ইনস্টিটিউটের পোলট্রি গবেষণা খামারের ডিমেরও তুলনা করা হয়। তাতে কোনো ধরনের অসামঞ্জস্য পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে নথুরাম সরকার বলেন, ‘যেসব ডিমকে নকল হিসেবে প্রচার করা হয়েছে, সেগুলো পরীক্ষা করে আমরা অন্য স্বাভাবিক ডিমের মতো একই পুষ্টিমান পেয়েছি। শুধু দেখতে ভিন্ন হওয়ার কারণে এগুলোর বিষয়ে একদল মানুষ অপপ্রচার চালিয়েছে।

পোল্ট্রি ও গবাদিপশু পালন বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এবং গ্রামীন জীবিকার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। তবে বাণিজ্যিক ভাবে পোল্ট্রি, গবাদি পশু এবং মাছের খামারগুলি গত দুই দশক ধরে খ্যাতি অর্জন করেছে। এই বিশাল চাহিদার কারনে, বাণিজ্যিক ফিড উৎপাদন গত এক দশকে প্রায় ২৫% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ফিডের মান এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য নিম্নমানের ফিড উৎপাদনকারীরা বাজার থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে।

পোল্ট্রি, গবাদি পশু এবং মাছের খামারগুলির মধ্যে, বর্তমান বাণিজ্যিক ফিড বাজারে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি পোল্ট্রি ফিড রয়েছে। পোল্ট্রি ফিডের মধ্যে প্রায় ১০-১৫% ফিড লাগে ব্রিডার ফার্মের জন্য আর বাকি ৮৫-৯০% ফিড লাগে একদিনের বাচ্চা থেকে শুরু করে ব্রয়লার এবং লেয়ার ফার্ম এর জন্য। সাম্প্রতিক সময়ে সোনালী মুরগীর জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বর্তমানে দেশে আনুমানিক প্রতি মাসে ১ কোটির বেশী – সোনালী মুরগী উৎপাদন হচ্ছে। ব্রয়লার লেয়ার এবং সোনালী ফিডের আনুমানিক সম্মিলিত বৃদ্ধি পরবর্তী ৫ বছরের জন্য ৯% বলে মনে করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে তিনটি ফিডের মধ্যে গবাদি পশু ক্যাটেল ফিডের বাজার বেশী উন্নত হয়েছে। গরু মোটাতাজাকরণ এবং দুগ্ধজাত গবাদি পশুর জন্য বাণ্যিজিক ফিডের পাশাপাশি ঘরে তৈরী ফিডেরও উৎপাদন বেড়েছে।

দুধের চাহিদার বৃদ্ধির পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ৯-১০% অনুমান করা যায়। বর্তমানে মাথাপিছু মাংস এবং দুধের ব্যবহার প্রায় ৫০% রয়েছে। WHO এর মান অনুসারে প্রতিবছর মাথাপিছু মাংসের বার্ষিক ব্যবহার ১০ কেজি হওয়া উচিত কিন্তু বর্তমানে মাথাপিছু এর ব্যবহার বার্ষিক ৪ কেজি এর মত। দুধের ব্যবহার প্রতি মাথাপিছু ২৫০ মিলিলিটার হওয়া উচিত কিন্তু এর ব্যবহার হচ্ছে ১৫৮ মি.লি. । তাই এই দুটি বিভাগের জন্য প্রচুর বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

সারাদেশে কম বেশী মাছ উৎপাদন হলেও মূলত দেশের সর্বাধিক মাছ উৎপাদিত হয় ময়মনসিংহ এবং খুলনা জেলাতে । যা ৭০-৮০% অনুমান করা হয় দেশের মোট উৎপাদনের। এইসব অঞ্চলের খামার গুলিতে দেরীতে হলেও ভাসমান ফিডের চাহিদা বেড়েছে। যেটি বাংলাদেশের ফিস ফিড ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভাল খবর।

বাংলাদেশের বাণ্যিজিক ফিড শিল্পকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায়। প্রতিটি বিভাগে আবার দুটি উপ বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

- পোল্ট্রি ফিড : মোট উৎপাদন প্রতিমাসে : ৩৪২৮৭৯ মেট্রিক টন
- ব্রয়লার : ১৭০৬৪০ মেট্রিক টন
- লেয়ার : ১৭২৭৩৯ মেট্রিক টন

- ফিশ ফিড : মোট উৎপাদন প্রতি মাসে : ৯৯৪১৯ মেট্রিক টন
- ডুবন্ত : ৬৩৩১৯ মেট্রিক টন
- ভাসমান : ৩৬৫০০ মেট্রিক টন
- ক্যাটেল ফিড : মোট উৎপাদন প্রতি মাসে : ৬৬৮২১ মেট্রিক টন
- মোটা তাজাকরন : ২০ ০৪৬ মেট্রিক টন
- দুধ উৎপাদন : ৪৬৭৭৫ মেট্রিক টন

(সূত্র ঃ পোল্ট্রি খামার বিচিত্রা)

আপনি পোল্ট্রি শিল্পের যে কোন একটি দিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারেন তবে ভবিষ্যতে আপনাকে এর সাথে লিংকেজ যুক্ত বিভাগ গুলিও আপনার ব্যবসায় যুক্ত করতে হবে। অন্যথায় আপনার ব্যবসা টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে ৬০% বাজার দখল করে আছে ১০ টির মত কোম্পানি যারা পোল্ট্রি ব্যবসার সাথে যুক্ত সকল বিভাগ দিয়ে শুরু করেছে এবং আরো কিছু কোম্পানি এর সাথে যুক্ত হচ্ছে।

শীর্ষ বাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ :

ব্রিডার ফার্ম	বাণিজ্যিকভাবে ব্রয়লার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান	বানিজিকভাবে লেয়ার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান
কাজী ফার্মস গ্রুপ	সিপি বাংলাদেশ	প্রোটিন হাউজ
নাহার এগ্রো	কাজী ফার্মস	কাজী ফার্মস
নারিশ	প্যারাগন গ্রুপ	প্যারাগন গ্রুপ
প্যারাগন	আফতাব	সিপি বাংলাদেশ
প্রোভিটা	আফিল এগ্রো	নর্থ এগস
সিপি বাংলাদেশ	মৌলভীবাজার পোল্ট্রি	আফিল এগ্রো

(সূত্র ঃ পোল্ট্রি খামার বিচিত্রা)

বাংলাদেশে পোল্ট্রির উৎপাদন বেড়েছে। উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে কিছু ঝুকিও তৈরি হয়েছে। এই ঝুকি নিরসনের জন্য একটি ন্যাশনাল প্লান দরকার। পর্যাপ্ত পরিমানে সরকারী সহযোগীতা না থাকায় একটি সম্ভামনাময় শিল্প হওয়া সত্ত্বেও অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়েছে দেশের এই শিল্পটি। টেকসই উন্নয়ন ও সবার জন্য পুষ্টির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হলে পোল্ট্রি খামারগুলোকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এ জন্য সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশ করতে হলে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে, তাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান সংকট নিরসন করা সম্ভব না হলে এই বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হবে না। বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে ব্যাংক ঋণের সুদ সিঙ্গেল ডিজিটে আনতে হবে এবং পোলট্রি খাতকে বীমার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। পোল্ট্রি ফিড উৎপাদনের জন্য অনেক উপাদান বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এই উপাদানগুলো আমদানিতে ট্যাক্স ফ্রি সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন। বিদেশী কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে কি পরিমাণ বিনিয়োগ করতে পারবে কিংবা কি পরিমাণ লভ্যাংশ নিয়ে যেতে পারবে তার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরী করতে হবে। দেশে অনুন্নত ফিড মিলগুলোকে উন্নত করার পাশাপাশি আধুনিক ফিড মিল স্থাপন করতে হবে। এবং অবৈধ ফিডমিলগুলোকে পুরোপুরিভাবে বন্ধ করতে হবে।

এম এম কামরুল হাসান ফরিদ
মিনিয়র ম্যানেজার
চিকেন অ্যান্ড ফিডস লিমিটেড

FCM

Reliable Robust User Friendly

BEST IN
FEED MACHINES & TURNKEY PROJECTS

CONTACT DETAILS

CHICKS & FEEDS LTD; **HOUSE NO:** 08 (1st FLOOR), **ROAD NO:** 14 (NEW)
DHANMONDI, DHAKA 1209, BANGLADESH
PHONE : +880 2 912 1205-06; **CUSTOMER CARE:** +880 17 2563 3337
EMAIL : info@cknfeeds.com; **Website:** www.cknfeeds.com

চিকস অ্যান্ড ফিডস
এর
নতুন অংশীদ্বার

২০১৯

সালমেট জার্মানী এবং চিকস অ্যান্ড ফিডসের যৌথ পথচলা

চিকস অ্যান্ড ফিডসের সাথে জার্মানীর বিখ্যাত পোল্ট্রি কেইজ (cages) উৎপাদন কোম্পানি সালমেট (SALMET) এর পথচলা শুরু হলো। বাংলাদেশের লেয়ার ফার্মিং এখন ক্রমশই আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক হচ্ছে । তৈরী হচ্ছে লক্ষ লক্ষ লেয়ার মুরগীর আধুনিক ফার্ম। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করলো সালমেট। সম্প্রতি বিশ্বের এক নম্বর কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃত সালমেটের সাথে চিকস এন্ড ফিডস চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

সালমেট লেয়ার কেইজ, ব্রয়লার কেইজ এবং ব্রিডার কেইজ তৈরী করে থাকে। সালমেট কেইজ ৩০ বৎসর বা ততোধিক সময় ব্যবহারপোযোগী। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমে কোনরকম হাতের ছোঁয়া ছাড়াই ফার্মের মুরগী লালন পালন থেকে শুরু করে ডিম সংগ্রহ বা ব্রয়লার মুরগি হারভেস্টিং হয়ে থাকে। সালমেটের অনবদ্য টেকনোলজি হল, লিটার ম্যানেজমেন্ট এবং মুরগী বিষ্ঠা থেকে খাটি NPK সার উৎপাদন ।

Shanghai Stable Industrial Co. Ltd

STB- বহু বছর ধরে মিল্ক এবং জুস প্রসেসিং এর জন্য টার্ন-কি সমাধান দিয়ে আসছে। দক্ষ ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং টিম, টার্ন-কি প্রজেক্ট কনসালটেন্সি, ডিজাইন, সাপ্লাই, ইনস্টলেশন ও উন্নত বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করে।

Turnkey Solution for Milk & Juice Processing

CONTACT DETAILS

CHICKS & FEEDS LTD, **HOUSE NO:** 08 (1st FLOOR), **ROAD NO:** 14 (NEW)
DHANMONDI, DHAKA 1209, BANGLADESH

+880 17 2563 3337 info@cknfeeds.com www.cknfeeds.com

STB এর মেশিনারী এখন চিকস অ্যান্ড ফিডসে

দেশের শীর্ষস্থানীয় কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান চিকস অ্যান্ড ফিডস লিমিটেডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে চায়নার - Shanghai Stable Industrial Co.Ltd (STB)। এর ফলে STB -এর উৎপাদিত যেকোন মিল্ক প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম এখন থেকে বাংলাদেশে সরবরাহ করতে পারবে চিকস অ্যান্ড ফিডস।

উল্লেখ্য যে, STB-বহু বছর ধরে ফ্রুট ও মিল্ক প্রসেসিং এর জন্য টার্ন-কি সমাধান দিয়ে আসছে। তাদের আছে দক্ষ ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং টিম আর সেজন্য টার্ন-কি প্রজেক্ট কনসালটেন্সি, ডিজাইন, সাপ্লাই, ইনস্টলেশন ও উন্নত বিক্রয়োত্তর সেবা তারাই প্রদান করে আসছে । তাদের তত্ত্বাবধানে করা কিছু প্রকল্প - Prosana (Stirred Yougurt Line), Youran Dairy(Milk Silos and CIP), Cezanne (Stirred cream processing line), SIG, Nestle, Sidel, SIPA, KERRY, Nanjing Huachuang, F&P(customized CIP), KHS, KRONES (CIP OEM), Liao Yuan(Pasteurized milk line), New Hope (Haizi) Yogurt fermentation line, AIERLE (Whole line for yogurt pretreatment)।

STB ও চিকস অ্যান্ড ফিডস লিমিটেড এর এই চুক্তির ফলে নতুন উদ্যোক্তা ও উপকারভোগী সহজেই STB এর লোকাল সাপোর্ট পাওয়ার পাশাপাশি, উভয়ই লাভবান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বর্জ্য থেকে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ

বর্জ্য আবর্জনা থেকে জ্বালানী, জৈব সার ও বায়োগ্যাস তৈরীর লক্ষ্যে গত ২০১৯ সালের ২২ মে The IUT Group এবং চিকস অ্যান্ড ফিডস লিমিটেড এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।

উল্লেখ্য যে, অস্ট্রিয়া ভিত্তিক DP Clean Tech Group কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত, মেশিন সরবরাহ ও কনসালটেন্সি সুবিধা প্রদান করে থাকে। তাদের আলাদা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ রয়েছে। যারা সমস্ত ধরণের বর্জ্য মেশিনারি, ডিজাইন, ইনস্টলেশন ও অপারেশন এর কাজ করে থাকে। বিগত ৩৫ বছর থেকে তারা ১০০ টিরও বেশি মেকানিক্যাল ও বায়োলোজিক্যাল প্ল্যান্ট ডিজাইন ও পরিচালনা করে আসছে।

এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশে বায়োগ্যাস প্রকল্পের জন্য আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সার্বিক দিক নির্দেশনা, প্রকল্প পরিকল্পনা ও প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে চিকস অ্যান্ড ফিডস লিমিটেড।

DP CleanTech Group

চিকস অ্যান্ড ফিডস এবং নগর কৃষি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

কৃষিশিল্পে উন্নয়ন এবং উন্নত প্রযুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১০ই অক্টোবর ২০১৯ –এ চিকস অ্যান্ড ফিডস এবং নগরকৃষি এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয় । অনুষ্ঠানটি ধানমন্ডিতে অবস্থিত চিক অ্যান্ড ফিডস লিমিটেডের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

নগরকৃষি এর সি ই ও জনাব কামরুল সাহেবের ভাষ্যমতে, “আধুনিক প্রযুক্তি এবং বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শের অভাব বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার একটি অন্যতম কারন। নগরকৃষি এর দক্ষতা এবং চিকস অ্যান্ড ফিডসের আধুনিক প্রযুক্তি , বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্র পরিবর্তনে অন্যতম ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা করেন”।

চিকস অ্যান্ড ফিডস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি.এখলাসুল হক বলেন, "চিকস অ্যান্ড ফিডস অনেক বছর ধরেই বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে আসছে এবং এটি এখনও কৃষিজাত ব্যবস্থার অগ্রগতিতে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। তিনি মনে করেন, আধুনিক প্রযুক্তি এবং কৃষিক্ষেত্রে দক্ষ জনবলই পারে, ঐতিহ্যবাহী এই কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে। "

চিকস অ্যান্ড ফিডস এর পরিচালক মিস. সাবরিনা হক এবং নগরকৃষি এর প্রধান নির্বাহী কর্মকতা আল জিহানুর রহমান এর উদ্যেগে এই সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল । যার ফলে , নগরকৃষি এবং চিকস অ্যান্ড ফিডস এখন থেকে যৌথ উদ্যেগে কাজ করবে।

নগরকৃষি এর দক্ষতা এবং চিকস অ্যান্ড ফিডসের অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি, একটি আধুনিক, টেকসই এবং লাভজনক কৃষিখামার তৈরীতে সহায়তা করবে। যার ফলে, দেশ এবং উপকারভোগী দুজনেই লাভবান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নেপালে চিকেন অ্যান্ড ফিডম

নেপালের নেপালগঞ্জে DOLPHIN FEED MILL LTD

চিকস অ্যান্ড ফিডস লিমিটেড এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ থেকে এই প্রথম নেপালে (FCM) ফিডমিল ও সাইলোর সিভিল ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু করেছে Dolphin Feed Mill Ltd.

যেখানে প্রতি ঘন্টায় ১০-১২ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক ও উচ্চমান সম্পন্ন পোল্ট্রি ফিডমিল ও ২৫০০ টনের ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি সাইলো হস্তান্তর করেছে চিকস এন্ড ফিডস।

কৃষি নির্ভর নেপালে পোল্ট্রি খামার ও ফিডমিল একটি গুরুত্বপূর্ন পেশা ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় শিল্প।

নেপালের নেপালগঞ্জ নামক একটি জেলায় গড়ে উঠেছে এই Dolphil Feed Mill । এই ফিডমিল নির্মিত হচ্ছে চীনের বিখ্যাত ফিডমিল মেশিনারী নির্মাতা কোম্পানি FCM-এর উৎপাদিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে । নেপালে এ যাবৎকালে নির্মিত ফিডমিল গুলোর মধ্যে নেপালগঞ্জের Dolphin Feed Mill হবে একটি অত্যাধুনিক ফিডমিল। সাইলো, অটো-ব্যাচিং এর পাশাপাশি অটোমেটিক ব্যাগিং এবং স্টেকিং সিস্টেম অতি আধুনিক।

ASTINO®

The Symbol of Quality

Environmental Controlled House:
Single and Double Storied.

Feeding System, Drinking System, Ventilation System,
Manual and Automatic Nest, Plastic Slat, Silo, Bulk Truck

CHICKS & FEEDS LTD; **HOUSE NO:** 08 (1st FLOOR), **ROAD NO:** 14 (NEW)
DHANMONDI, DHAKA 1209, BANGLADESH
PHONE : +880 2 912 1205-06; **CUSTOMER CARE:** +880 17 2563 3337
EMAIL : info@cknfeeds.com; **Website:** www.cknfeeds.com

ASTINO- এর শেডে নেপালের DAUNNE AGRO

কৃষি নির্ভর নেপালে পোল্ট্রি খামার একটি গুরুত্বপূর্ন পেশা ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় শিল্প। দেশটির ৬৪ টি জেলায় হচ্ছে মুরগি উৎপাদন এবং এই পেশার সাথে সরাসরি জড়িত প্রায় ৫৬ হাজার মানুষ।

এরই অংশ হিসাবে ASTINO এর শেড ব্যবহার করে চিকস অ্যান্ড ফিডসের তত্ত্বাবধানে নেপালের চিতওয়ানে নির্মিত হচ্ছে DAUNNE AGRO লেয়ার ফার্ম। নেপালের কাঠমুন্ডু থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চিতওয়ান অঞ্চল যেটি নেপালের পোল্ট্রি পালনের প্রধান অঞ্চল এজন্য চিতওয়ানকে নেপালের "পোল্ট্রি হাব" বলা হয়।

DAUNNE AGRO লেয়ার ফার্মটিতে নির্মিত হচ্ছে ৬টি শেড যার প্রতিটি শেডের মুরগি ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৫০ হাজার। এর মাঝে ২টি পুলেট হাউজ ও ৪টি প্রোডাকশন হাউজ। এই প্রজেক্টে কর্মরত চিকস এন্ড ফিডসের ইঞ্জিনিয়ার মোঃ বাহারুল ইসলাম জানান, বর্তমানে খামারটির ২টি প্রোডাকশন হাউজের ফাউন্ডেশন ও স্টীল স্ট্রাকচারের কাজ চলছে । আশা করা যায় আগামী ২ মাসের মধ্যে এই নির্মান কাজ সম্পন্ন হবে।

বিভিন্ন কৃষি প্রদর্শনীতে চিকস অ্যান্ড ফিডসের অংশগ্রহণ ২০১৯

৯ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৯

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় ০৪-০৬ এপ্রিল ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত হয় 9th Agro Tech Bangladesh -2019.

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং LIMRA TRADE FAIRS & EXHIBITIONS PVT. LTD. -এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা যেখানে ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন এবং সুইজারল্যান্ডসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট দেশীয় নামী-দামী কোম্পানী ও উদ্যোক্তা, গবেষক, প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শন ও সম্প্রসারণে এগিয়ে এসেছেন । এরই অংশ হিসেবে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ এবং FCM অংশ নেয় এই মেলায় ।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই প্রদর্শনীর টাইটেল স্পনসর ছিল FCM.

১৬ তম VIV - এশিয়া ২০১৯

VIV-এশিয়া বিশ্বের এক নম্বর আন্তর্জাতিক ট্রেড শো । ১৩-১৫ মার্চ ২০১৯ BITEC ব্যাংকক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশন সেন্টার, থাইল্যান্ড- এ অনুষ্ঠিত হয় ১৬ তম VIV এশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড শো । চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ এর প্রতিনিধিগণ FCM, ASTINO, MEYN -এর স্টলে অংশগ্রহন করে । VIV আয়োজিত তিনদিনব্যাপি এই কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ এর গ্লোবাল পার্টনাররা প্রতি বছরই অংশগ্রহন করে থাকে । এটি ছিল এর ১৬ তম আসর যার প্রতিপাদ্য ছিল "From Feed To Food". ৬০ টি দেশের প্রায় ১২৪৫ টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি এক ছাদের নিচে এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহন করে । VIV এশিয়া মূলত সব পশু প্রজাতি যার মধ্যে রয়েছে । গরু, পোল্ট্রি এবং মাছ ও চিংড়ি নিয়ে কাজ করে আসছে ।

১১ তম ইন্টারন্যাশনাল পোল্ট্রি শো ও সেমিনার

চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ ও এর গ্লোবাল পার্টনার FCM, Astino, Meyn অংশগ্রহন করে বাংলাদেশের বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত ১১ তম ইন্টারন্যাশনাল পোল্ট্রি শো ও সেমিনার-২০১৯ এ ।

WPSA-BB ও BPICC আয়োজিত ০৭ - ০৯ মার্চ ২০১৯ তিনদিনব্যাপি এই কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে অংশ নেয় ২২ টি দেশের ৫০০ টি কোম্পানি ।

৫০০টি কোম্পানি ৮০০ টি স্টলে পোল্ট্রিশিল্পসহ কৃষিশিল্পের বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রদর্শন করে। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রি জনাব আব্দুর রাজ্জাক বলেন পোল্ট্রি শিল্প অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি শিল্প । গত ১০ বছরে এর ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি, এখন আমরা চাই খাদ্যের নিরাপত্তা।

৩য় নেপাল এগ্রিটেক এক্সপো ২০১৯

চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ ও FCM ২৫-২৭ জানুয়ারী -২০১৯ নেপালের চিতওয়ান এক্সপো সেন্টার, ভারতপুরে অনুষ্ঠিত ৩য় নেপাল এগ্রিটেক এক্সপো-২০১৯ এ অংশগ্রহন করে ।

নেপাল একটি কৃষি নির্ভর দেশ যেখানে পোল্ট্রি খামার একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা ।

এখানে বাণিজ্যিকভাবে মাংসের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমান ১১৮০০০ টণ যেখানে মুরগির ডিমের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমান ১.৫০ বিলিয়ন । নেপালের ৬৪ টি জেলায় বাণিজ্যিকভাবে মুরগি উৎপাদন হয় এবং এই ব্যবসার সাথে সরাসরি জড়িত প্রায় ৫৫৮৭১ মানুষ । ফলশ্রুতিতে পোল্ট্রির বাজার প্রতিনিয়তই ক্রমাগত বাড়ছে । নেপালের এই বাজার চাহিদা এবং বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য বিবেচনা করে তাদের শক্তিশালী, সহজ ব্যবহার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফিডমিল প্লান্ট প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করে যা খামারীদের জন্য শুধু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ীই নয় বরং সাশ্রয়ী মূল্যের মধ্যে দিবে খাদ্যের উচ্চ উৎপাদনশীলতা ।

১ম আন্তর্জাতিক বায়োগ্যাস এক্সিবিশন - ২০১৯

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় ০৪-০৬ এপ্রিল ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 1st International Biogas Expo -2019 । পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং LIMRA TRADE FAIR & EXHIBITION PVT. LTD-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় বায়োগ্যাস প্রদর্শনী অংশে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ লিমিটেড অংশ গ্রহন করে ।

বায়োগ্যাস বিষয়ে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ এর সফলতা এবং অভিজ্ঞতা বিশেষত প্যারাগন এগ্রোতে তাদের দুটি সফল প্রকল্পের অভিজ্ঞতা এই মেলায় উপস্থাপন করা হয় ।

বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় এবং খামারের উৎপন্ন আবর্জনা থেকে বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করতে মেলার দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় । তাঁদের শিল্প-কারখানায় এবং খামারে উৎপন্ন বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস তৈরিতে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সব ধরনের সহযোগিতা করবে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ ।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ঃ প্যারাগণ পোল্ট্রি ফার্ম গাজীপুর

GRUPPO
MANCINI
TECNOLOGIE INDUSTRIE ALIMENTARI
TURNKEY SOLUTION FOR CATTLE,
SHEEP/GOAT SLAUGHTERING

ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারী এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপো

গত ১৪ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর, বাংলাদেশ এক্সপো এবং কনফারেন্স কর্তৃক আয়োজিত তিনদিনব্যাপি চলা প্রথম ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল মেশিনারী এবং ম্যানুফাকচারিং ইকুইপমেন্ট এক্সপো(IMMEE) ২০১৯-এ "চিকস অ্যান্ড ফিডস লিমিটেড" তাদের প্রকল্প এবং সেবাসমূহ নিয়ে অংশগ্রহন করেছে। এক্সপোটি মমো ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার (মিআইসিসি), নওদাপাড়া, রংপুর রোড, বগুড়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এক্সপোতে ফিডমিল প্রকল্পের জন্য বিশ্বখ্যাত চায়না কোম্পানি FCM, পোলট্রি হাউজ প্রকল্পের এর জন্য মালেশিয়ান কোম্পানি ASTINO, পোল্ট্রি হ্যাচারি প্রকল্পের জন্য জাপানি কোম্পানি ISHII, পোল্ট্রি প্রসেসিং প্রকল্পের এর জন্য নেদারল্যান্ডের কোম্পানি MEYN, মিট প্রসেসিং প্রকল্পের এর জন্য ইতালী'র কোম্পানি MANCINI, বায়োগ্যাস প্রকল্পের জন্যে DPCLEAN TEACH এবং মিল্ক প্রসেসিং প্রকল্পের জন্য চায়না কোম্পানি STB – এর বিভিন্ন মেশিনারি ও সরঞ্জাম প্রদর্শন করা হয় এবং পাশাপাশি চিকস অ্যান্ড ফিডস বাংলাদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে কি ভূমিকা পালন করছে, বর্তমানে তাদের সফল গ্রাহকদের প্রকল্প ও নতুন উদ্যেক্তাদের কিভাবে সহায়তা করছে, এক্সপোতে সে বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়।

এক্সপোতে , চিকস এন্ড ফিডস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এখলাসুল হক, FCM এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক Mr. Robert Gan, সালমেট এর রিজিওনাল বিজনেস ম্যানেজার ড. কুলদীপ সিং অরোরা, STB এর রিজিওনাল এরিয়া ম্যানেজার Mr. Wang Xiaoyong , ASTINO এর সেলস এন্ড সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার হোসেন, চিকস এন্ড ফিডস এর এ জি এম কাজী নজরুল ইসলাম , সিনিয়র সার্ভিস সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রী সত্যনাথ, সিনিয়র বিজনেস ম্যানেজার কামরুল হাসান ফরিদ অংশগ্রহণ করেন । তারা গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি , কিভাবে চিকস এন্ড ফিডস তাদের গ্রাহকদের কৃষি প্রকল্পে বাস্তবায়নে সহায়তা করছে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

৪র্থ লাইভস্টক-পোল্ট্রি মেলা ২০১৯

দেশের শিল্পোদ্যোক্তারা বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানের পোল্ট্রি ও মৎস্য শিল্প স্থাপন করতে দিনদিন আগ্রহী হচ্ছেন। আর এসব শিল্প স্থাপন এবং সেটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে গেলে প্রয়োজন কারিগরী জ্ঞান আর দক্ষতা। বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে এগিয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তি। আর নিত্য নতুন এসব প্রযুক্তির সাথে তাল-মিলিয়ে দেশে গড়ে উঠছে কৃষিভিত্তিক নানান শিল্প।

এসব দিক লক্ষ রেখেই গত ৭ই ডিসেম্বর রোজ শনিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিতব্য ৪র্থ লাইভস্টক-পোল্ট্রি মেলা ২০১৯-এ অংশগ্রহন করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষ সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানি চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ লিমিটেড।

একটি কৃষি প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়ন করবেন, আপনি যদি নতুন উদ্যেক্তা হন তাহলে কোন বিষয়গুলো আপনার বিবেচনা করে দেখা উচিত এবং কি কি যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে আপনার নতুন কৃষি প্রকল্পের জন্য সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয় মেলায় আগত দর্শনার্থীদের এছাড়াও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি, কিভাবে চিকস অ্যান্ড ফিডস তাদের গ্রাহকদের কৃষি প্রকল্পে বাস্তবায়নে সহায়তা করছে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

২০১৯ এ চিকেন অ্যান্ড ফিডসের বিভিন্ন প্রকল্প

সুগন্ধা ফিড মিলস লিমিটেড

নিরাপদ খাদ্য, নিরাপদ স্বাস্থ্য স্লোগান নিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে স্থাপিত হয় সুগন্ধা ফিড মিল। বরিশাল শহরের অদূরে ঝালকাঠির দপদোপিয়ায় সুগন্ধা নদীর পাড়ে নির্মিত হয়েছে বিশাল এই ফিডমিল । ২০ থেকে ২৫ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি, ৭ থেকে ৮ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ডুবন্ত, ৭ থেকে ৮ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাছের ভাসমান খাদ্য এবং ২ থেকে ৩ টন চিংড়ি খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন এই ফিডমিলটি দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ফিডমিল। এখানে ৪৫০০ টন ধারনক্ষমতাসম্পন্ন দুটি সাইলো এবং পোর্ট হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট সহ সবকিছুই FCM থেকে সরবরাহ করা হয়।

চিকস অ্যান্ড ফিডসের তত্ত্বাবধানে এই ফিডমিলটি ২০১৯ সালের মে মাসে হস্তান্তর করা হয়।

চিকস অ্যান্ড ফিডস এবং নারিশের সম্পর্ক আরেকধাপ ওপরে

বাংলাদেশের পোল্ট্রি ও ফিড শিল্পে নারিশ একটি আস্থার নাম। ২০০৫ সাল থেকে শুরু করে এ যাবৎকাল পর্যন্ত নারিশের পোল্ট্রি হ্যাচারি বা ব্রিডার ফার্ম অথবা ফিডমিলের প্রতিটি শিল্প নির্মানে চিকস অ্যান্ড ফিডস আন্তরিকভাবে কাজ করে আসছে। ২০১৯ সালে এই দুই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট ভবিষ্যতে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য একমত হন।

নারিশ ব্রীডার ফিডমিল, শ্রীপুর

গাজীপুরের শ্রীপুরে নারিশের প্রথম ফিডমিলটি অপসারণ করে নির্মিত হয়েছে অত্যাধুনিক ব্রিডার ফিডমিল। ঘন্টায় ১০ টন ব্রিডার ফিড (ক্রাম্বল ফিড) উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই ফিডমিলটি অত্যাধুনিক এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত WinCC দ্বারা পরিচালিত । নারিশের এই ফিডমিলে সংযোজিত হয়েছে বাল্ক ট্রাক লোডিং সিস্টেম যা ফিডমিল থেকে নারিশের বিভিন্ন ফার্মে কোনরকম ব্যাগ ব্যবহার না করেই খাদ্য সরবরাহ করবে।

চিকস অ্যান্ড ফিডসের তত্ত্বাবধানে এই ফিডমিলটি ২০১৯ সালের জুলাই মাসে হস্তান্তর করা হয়।

আর আর পি নরসিংদী ফিডমিল দেশের বৃহত্তম ফিডমিল

বাংলাদেশের ফিডমিল শিল্প গত তিন দশকে শৈশব এবং কৈশোর পেরিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। শুরু হয়েছিল ১ টন বা ২ টন প্রতি ঘন্টায় ম্যাসফিডের মিল দিয়ে। এরপর, ইউরোপের বিখ্যাত দুটি কোম্পানির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় পিলেট ফিডমিল। প্যারাগন গ্রুপের প্রথম পিলেটমিল স্থাপন হয় বিখ্যাত Buhler মেশিন দিয়ে। আফতাব বহুমূখী ফার্মস শুরু করে Skiold মেশিন দিয়ে। মোটামুটি ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে স্থাপিত ফিডমিলসমূহ প্রতি ঘন্টায় ৩-৫ টন সময়োপযোগী ধরে স্থাপন হয়।

২০০০ সালের পর থেকে মাঝারী থেকে বড় আকারের ফিডমিল প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। এই পর্যায়ে প্রতি ঘন্টায় ১০-১৫ টন ক্যাপাসিটির ফিডমিল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই সময় চীন, তাইওয়ান এবং জার্মানীর বেশকিছু মাঝারী এবং বড় ফিডমিল প্রতিষ্ঠিত হয়।
২০০৫ – ২০০৬ সালে চিকস অ্যান্ড ফিডসের তত্ত্বাবধানে FCM-এর প্রতি ঘণ্টায় ২০ টন ক্যাপাসিটির ফিডমিল স্থাপিত হয় নারিশ পোল্ট্রির ভালুকা, মাস্টারবাড়ীতে।

২০০১ সালে প্রথম ভাসমান ফিডমিল স্থাপিত হয় রূপসী ফিডমিলে। ২০০৮ সালে ভাসমান ফিস ফিড স্থাপিত হয় আফিল ফিস ফিড এবং মেগা ফিডমিলে। আফিল ফিস ফিড FCM মেগাফিড চিয়াতুং এর মেশিন ব্যবহার করে।
২০১০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সময়কালে দেশের ফিডমিল শিল্প বিশাল আকার ধারন করে। এই সময় প্রায় প্রতিটি কোম্পানী বৃহৎ আকারের আধুনিক ফিডমিল প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন – নারিশ, প্যারাগন, কাজী, আফতাব, প্রভিটা, কোয়ালিটি, আমান, এসিআই গোদরেজ, বিশ্বাস ইত্যাদি। এই সময়ে তিনটি নতুন কোম্পানি পোল্ট্রি ফিড শিল্পে বড় ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসে। এজি এগ্রো, আগাতা এবং আর আর পি ।

বড় বড় ফিডমিল স্থাপন হয়েছে কিন্তু ১০ টনের বেশী ক্যাপাসিটির পিলেটমিল বাংলাদেশে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। সিপি এবং প্রভিটা ঘন্টায় ২০ টন ক্যাপাসিটির পিলেটমিল দিয়ে বড় ক্যাপাসিটির পিলেট ফিডমিলের যাত্রা শুরু করে।

তারই ধারাবাহিকতায় আর আর পি তাঁদের নরসিংদী ফিডমিল সংযোজন করছে ঘন্টায় ২৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন পিলেট মিল। আর আর পি এর নরসিংদী ফিডমিলে ২টি ২৫ টন ক্ষমতার পিলেটমিল সংযোজিত হবে এবং এই ফিডমিলের ক্যাপাসিটি প্রতি ঘন্টায় ৫০ মেট্রিক টন। নরসিংদী ফিডমিল হবে এ যাবৎ নির্মিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ফিডমিল। সম্পূর্ণ অটোমেটিক এই ফিডমিলটি FCM-এর ২৪ ঘন্টা Online Support – এর আওতায় থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য ২৫০ কিলোওয়াট মোটর ব্যবহার করে ৭৮০ মডেলের FCM পিলেটমিল এ যাবৎ কালের সবচেয়ে এনার্জি সাশ্রয়ী পিলেটমিল। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এই পিলেটমিল কোন অপারেটর ছাড়াই WinCC থেকে প্রাপ্ত কমান্ড অনুসারে প্রয়োজনীয় তাপ বা বাষ্প নিয়ে খাদ্য তৈরী করবে।
২০২০ সালের এপ্রিল/ মে মাস নাগাৎ এই ফিডমিলটি উৎপাদনে যাবে বলে আশা করা যায়।

NAHARAGRO
We Stand Ahead in Quality and Integrity

নাহার এগ্রোতে নতুন টুইন স্ক্রু

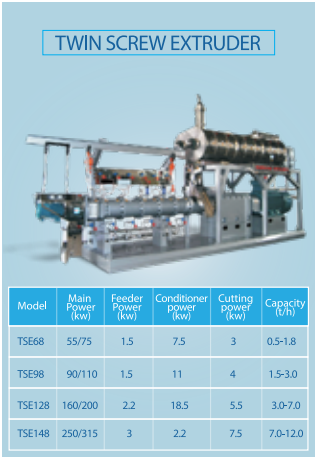

Model	Main Power (kw)	Feeder Power (kw)	Conditioner power (kw)	Cutting power (kw)	Capacity (t/h)
TSE68	55/75	1.5	7.5	3	0.5-1.8
TSE98	90/110	1.5	11	4	1.5-3.0
TSE128	160/200	2.2	18.5	5.5	3.0-7.0
TSE148	250/315	3	2.2	7.5	7.0-12.0

খামার ব্যবস্থাপনায় মাছের ভাসমান খাবারের প্রতি খামারিদের চাহিদা সবসময়ই বেশি থাকে ডুবন্ত খাদ্যের চেয়ে। আর এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "নাহার এগ্রো" অনেক বছর ধরেই মাছের ভাসমান খাদ্যের যোগান দিয়ে যাচ্ছে এবং খামারিদের কাছে একটি জনপ্রিয় নাম। চট্রগ্রামের মিরেরশরাইতে স্থাপিত এই নাহার এগ্রো এর অত্যাধুনিক এক্সট্রুডেট ফিডমিল । যেখানে ডাবল লাইনের দুইটি সিঙ্গেল স্ক্রু বসানো হয়েছে যার ফলে, প্রতি ঘন্টায় ১০ টণ, মাছের খাদ্যে উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু সিঙ্গেল স্ক্রু এক্সট্রুডারে ছোট মাপের ফিড বা মাইক্রো ফিড তৈরি করা যায়না । এর জন্যে প্রয়োজন হয় টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার ।

যেহেতু টুইন স্ক্রু মাইক্রো ফিডের একটি আদর্শ সমাধান সেজন্য নাহার এগ্রো তাদের ডাবল লাইনের একটি সিঙ্গেল স্ক্রু এর বদলে ব্যবহার করতে যাচ্ছে টুইন স্ক্রু। এখানে বলে রাখা ভাল যে টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার সিঙ্গেল স্ক্রু এক্সট্রুডারের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয়বহুল।

মূলত সিঙ্গেল স্ক্রু অথবা টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডারের ব্যবহার নির্ভর করে আপনার প্রোডাক্ট রেঞ্জের উপর । সাধারণত সিঙ্গেল স্ক্রু এক্সট্রুডার নূন্যতম ১.৫ মি. মি. মাপের ফিড থেকে যেকোন বড় মাপের ফিডের জন্যে ব্যবহার করা হয়। এই মাপের চেয়ে ছোট ফিড তৈরি করতে হলে টুইন স্ক্রু এর ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

আর নাহারের এই টুইন স্ক্রু এর জন্যে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং চায়নার বিখ্যাত FCM কোম্পানির উৎপাদিত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে চিকস অ্যান্ড ফিডস লিমিটেড।

মাছের ডুবন্ত ফিডমিল: নাহার ফিডমিলে নতুন সংযোজন

নাহার এগ্রো গ্রুপে FCM – থেকে সরবরাহকৃত দুটি ৪-৫ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সিংগেল স্ক্রু এক্সট্রুডার এর পাশে যুক্ত হল ৫-৭ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন মাছের ডুবন্ত খাদ্য উৎপাদনের পিলেট লাইন। FCM এর ইঞ্জিনিয়ারিং এবং যন্ত্রপাতি দিয়ে নির্মিত নতুন এই লাইনটি নাহার এগ্রোর ডুবন্ত খাদ্য বাজারজাতকরণে নতুন একটি মাত্রা যোগ করল।

নারিশ ব্রীডার ফার্ম, সাগরদিঘী - ০৩

সাতটি দোতলা পোল্ট্রি হাউজ, এনভাইরোমেন্ট কন্ট্রোল্ড সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় ফিডিং ,ড্রিংকিং এবং এগ নেস্ট সিস্টেম সহ ১,২৬,০০০ ব্রীডার নিয়ে নির্মিত হল সাগরদিঘী-৩ এর আধুনিক এই ব্রীডার ফার্মটি। মালোশিয়ার ASTINO থেকে সরবরাহকৃত এবং চিকস অ্যান্ড ফিডসের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই ফার্মটিতে জৈব নিরাপত্তাসহ প্রতিটি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।

নারিশ পুলেট ফার্ম, রংপুর - ০২

একটি দোতলা পুলেট হাউজ, এনভাইরোমেন্ট কন্ট্রোল্ড সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় ফিডিং, ড্রিংকিং সিস্টেম সহ ১৮,০০০ ব্রীডার নিয়ে নির্মিত হল রংপুর-২ এর আধুনিক এই পুলেট ফার্মটি। মালোশিয়ার ASTINO থেকে সরবরাহকৃত এবং চিকস অ্যান্ড ফিডসের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই ফার্মটিতে জৈব নিরাপত্তাসহ প্রতিটি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে সংযোজন করা হয়েছে অটোমেটিক Air inlets এবং Tunnel Curtain Ventilation System.

নারিশ ব্রীডার ফার্ম, রংপুর - ১০

চারটি দোতলা ব্রীডার হাউজ, এনভাইরোমেন্ট কন্ট্রোল্ড সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় ফিডিং ,ড্রিংকিং এবং এগ নেস্ট সিস্টেম সহ ৬৮,০০০ ব্রীডার নিয়ে নির্মিত হল রংপুর-১০ এর আধুনিক এই ব্রীডার ফার্মটি। মালোশিয়ার ASTINO থেকে সরবরাহকৃত এবং চিকস অ্যান্ড ফিডসের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই ফার্মটিতে জৈব নিরাপত্তাসহ প্রতিটি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।

উৎপাদনে গেল প্যারাগনের নতুন হ্যাচারি

প্যারাগন এগ্রো লিমিটেড বাংলাদেশের কৃষি শিল্পে একটি সুপরিচিত নাম। যারা দেশের ব্রয়লার এবং লেয়ার মুরগি, পুষ্টিকর ডিম এবং উন্নতমানের পোল্ট্রি ফিড উৎপাদনকারী। বর্তমানে চট্রগ্রাম জেলার মিরেরসরাইয়ে শেষ হয়েছে তাদের বৃহৎ হ্যাচার প্রকল্পের কাজ।

ISHII এর জাপানি ইনকিউবিটর ব্যবহার করে নির্মিত এই হ্যাচারটি বর্তমানে উৎপাদনে গেছে। চিকস অ্যান্ড ফিডস বিশ্বের সুপরিচিত জাপানের ISHII এর Pearl 22 মডেলের অত্যাধুনিক এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী চারটি ইনকিউবেটর সরবরাহ করে। প্রত্যেকটি মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা ১,২০,৯৬০ এবং এই মেশিনের পরিচালনা, পরিচর্যা খুবই সহজ ।

উল্লেখ্য যে, ISHII ইনকিউবেটর বিশ্বের যেকোন ব্র্যান্ডের ইনকিউবেটরের এর তুলনায় অনেক বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ১,২০,৯৬০ ক্যাপাসিটির সিঙ্গেল স্টেজ এই মেশিনের ইলেকট্রিকলোড মাত্র ১১.০ কিলোওয়াট।

প্যারাগণ ব্রয়লার ফার্ম

গাজীপুরের শ্রীপুরে আস্টিনোর ইনভাইরোমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম সহ নির্মিত হয় তিনটি আধুনিক ব্রয়লার শেড । এই শেডের ধারনক্ষমতা ৮৫০০০ কমার্শিয়াল ব্রয়লার। ২০১৯ সালের শুরুতেই এই ফার্মটি হস্তান্তর করা হয়।

প্যারাগণ ব্রীডার ফার্ম

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে আস্টিনোর ইনভাইরোমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম সহ নির্মিত হয় আধুনিক ব্রীডার শেড । এই শেডের ধারনক্ষমতা ২১০০০ ব্রিডার। ২০১৯ সালের জুন মাসে এই ফার্মটি হস্তান্তর করা হয়।

কুমিল্লায় নিউ হোপের নতুন হ্যাচারি

দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে নিউ হোপ বাংলাদেশের অত্যাধুনিক হ্যাচারির ইন্সটলেশনের কাজ। ১,২০,৯৬০ ক্যাপাসিটির ৩৯টি মেশিন নিয়ে কুমিল্লায় তৈরী হচ্ছে বাংলাদেশে নিউ হোপের সর্ববৃহৎ হ্যাচারি। সপ্তাহে প্রায় ১৫ লক্ষ একদিনের বাচ্চা উৎপাদন সম্পন্ন নিউ হোপের এই নতুন হ্যাচারিটি অত্যন্ত আধুনিক যেখানে রোবটিক ক্যান্ডেলিং সিস্টেম, অটোমেটিক EGG ট্রান্সফার, অটোমেটিক ট্রে-ওয়াশার সহ হ্যাচারির কার্যক্রমের অনেক কিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশে সম্প্রতি মাল্টিস্টেজ ইনকিউবেটরের পরিবর্তে সিঙ্গেল স্টেজ ইনকিউবেটরের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিঙ্গেল স্টেজ ইনকিউবেটর এর সবচেয়ে বড় সুবিধা নিশ্চিত বায়ো সিকিউরিটি এবং অত্যন্ত কম বিদ্যুৎ ব্যয়। সিঙ্গেল স্টেজ মেশিনে ইনকিউবেশনের প্রথম ১১ দিন বৈদ্যুতিক হিটারের মাধ্যমে তাপ সঞ্চালন করতে হয় এবং শেষ ৭ দিন ডিমের তাপ রিসাইকেল করে ইনকিউবেটরের ভেতরের তাপমাত্রা রক্ষা করা হয়। এই মেশিনে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) কন্ট্রোল করার সিস্টেম থাকায় উৎপাদিত বাচ্চা সবল এবং স্বাস্থ্যবান হয়।

আর আর পি ব্রীডার ফার্ম

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ২০১৮ সালে আর আর পি এগ্রো ফার্মের ৪টি আধুনিক ব্রীডার শেড নির্মিত হয়। এই ফার্মের ইনভাইরোমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম সহ সামগ্রিক যন্ত্রপাতি আস্টিনো থেকে সরবরাহ করা হয়। ২০১৯ সালে কয়েক ধাপে এই ফার্মের অবশিষ্ট চারটি শেডে আস্টিনোর ব্রীডার ইকুইপমেন্ট সংযোজিত হয়। উল্লেখ্য এই ফার্মের প্রতিটি শেডের ধারনক্ষমতা ১০০০০ ব্রীডার বার্ড।

মনো হ্যাচারি

মাওনা, গাজীপুরে মনো হ্যাচারির ব্রীডার ফার্মে আস্টিনো থেকে একটি শেডের যাবতীয় ইকুইপমেন্ট সংযোজন করা হয়। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে এই শেডটি মনো হ্যাচারির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

গোয়ালন্দ হ্যাচারি

গোয়ালন্দ হ্যাচারি বাংলাদেশে পোল্ট্রিশিল্পের পথিকৃত । নব্বই এর দশকে সারাদেশে গোয়ালন্দ হ্যাচারী তাদের লেয়ার বাচ্চা বা ব্রয়লার বাচ্চা অথবা পোল্ট্রি ফিডে আলোড়ন তুলেছিল। সম্প্রতি গোয়ালন্দ হ্যাচারী তাদের পুরানো ব্রীডার ফার্মগুলোকে আধুনিকায়ন করার কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে চিকস অ্যান্ড ফিডসের তত্ত্বাবধানে আস্টিনোর ইকুইপমেন্ট দিয়ে কয়েকটি শেড আধুনিক রূপ নিয়েছে। গোয়ালন্দ হ্যাচারীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব সায়েম খান আশা প্রকাশ করেন ভবিষ্যতে পুরানো সবকিছুই আধুনিকায়নের মাধ্যমে গোয়ালন্দ হ্যাচারী নতুন একটি মাত্রা যোগ করবে।

পৌর বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাসের নতুন সম্ভবনা

চিকস অ্যান্ড ফিডস- এর নতুন গ্লোবাল পার্টনার IUT GmbH এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মেটিও মোলিনা সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে গেলেন । তিনি মূলত বাংলাদেশের পৌর-বর্জ্য (MSW) এবং এর সম্ভাবনা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনদিনের এই সফরে এসেছিলেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আমিন বাজার এবং ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের মাতুআইল ডাম্পিং পয়েন্ট পরিদর্শন করে তিনি সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন। উল্লেখ্য যে IUT GmbH এর কারিগরি সহায়তায় চিকস অ্যান্ড ফিডস বাংলাদেশের দক্ষিন অঞ্চলে পৌর-বর্জ্য (MSW)দিয়ে একটি বায়োগ্যাস প্লান্টের উপর কাজ করছে । জনাব মেটিও মোলিনা এব্যাপারে একটি MoU স্বাক্ষর করেন ।

জনাব মেটিও মোলিনা এই সফরে BBDF সহ সম্ভাব্য কয়েকজন উদ্যোক্তার সাথে মত বিনিময় করেন।

সামসময়িক পোল্ট্রিশিল্প এবং বাংলাদেশ

ডিম:

গত তিন বছরের লেয়ার মুরগির বা ডিমের উপর পর্যলোচনা করলে দেখা যাবে এই শিল্পের হিসাব অংকের কোন নিয়মে পড়ে না। লেয়ার DOC- এর দাম ১০০.০০ বা ১২০.০০ বা ১৪০.০০ টাকা কোন যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তেমনি ঐ একই লেয়ার DOC-এর মূল্য ৪.০০, ৫.০০ বা ১৫.০০ টাকা কখনই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সঠিকভাবে নজরদারি করলে বাজারের এই অতিরিক্ত মুনাফা বা উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে বিক্রয় করার এই অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। ডিমের গুণাগুণের উপর প্রোমোশন করার কারনে ডিমের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে গেছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের খাদ্যে ডিমের কনজাম্পশন আরো কয়েকগুণ বেড়ে যেতে পারে।

এছাড়াও ডিমের পাউডার বা লিকুইড ডিমের মতো ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনজাম্পশন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বাংলাদেশের পোল্ট্রিশিল্প যে গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার চেয়েও বেশি গতিতে ডিম এবং মুরগির মাংসের কনজাম্পশন বৃদ্ধি করা দরকার। তাহলেই ডিমান্ড এবং সাপ্লাই অনুপাত ঠিক রেখে শিল্প এবং খামারীর সমৃদ্ধি সম্ভব। এটি একটি সমন্বিত কার্যক্রম যা ইন্ডাস্ট্রির সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সরকার এবং বাংলাদেশ পোল্ট্রিশিল্পের বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন এ ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা রাখবেন বলে আমরা আশা করি।

মাংস:

নিরাপদ খাদ্য এবং জাতি গঠনের জন্য নিরাপদ খাদ্য বা প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি বাংলাদেশের পোল্ট্রিশিল্পকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মাছে-ভাতে বাঙালি এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ কমানোর জন্য সার্বজনীন চেষ্টা করতে হবে। মাছ এবং ভাতের পাশাপাশি মাংস, ডিম, দুধের গুরুত্ব সবাইকে বুঝতে হবে। মধ্যম সারির জন্য বা উচ্চ সারির দেশ গঠনের জন্য আমাদের প্রজন্মকে শারীরিকভাবে এবং বুদ্ধিতে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে । সম্প্রতি পোল্ট্রি খাদ্যের বিভৎসতা নিয়ে কিছু মিডিয়া কাভারেজ সাধারণ মানুষকে পোল্ট্রি মাংস খাদ্যপোযোগী কিনা এই নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলেছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের পোল্ট্রিশিল্প ক্রমশই দূর্বল হয়ে যেতে পারে।

এখনই সময় আমাদের দেশের মানুষকে নিশ্চিত করার যে মুরগির মাংস সম্পূর্ন নিরাপদ এবং আমাদের জাতি গঠনে মুরগির মাংসের কোন বিকল্প নেই । জনমনে এই ভীতি দূরীকরণের জন্য সবরকম কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। শুধু টেলিভিশনের ভিতরে আবদ্ধ না রেখে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুরগির মাংস আমাদের জন্য নিরাপদ এই বিষয়ক কর্মশালা বা ফুড ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা যেতে পারে। প্যাথোজেনের বিভৎসতা নিয়ে জনগনের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে মাংস, ডিম বা দুধে প্যাথোজেনের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এর থেকে মুক্তির একটি উপায় হলো যে কোন পশু-পাখী যত্রতত্র জবেহ্ বন্ধ করা এবং চিল্ড মিট বা ফ্রোজেন মিট শহর-গ্রাম সবখানেই জনপ্রিয় করে তোলা। বর্তমানে আমাদের দেশে অনেকগুলো কোম্পানি ব্র্যান্ডিং করে নিজেদের প্রসেস করা মাংস সরবরাহ করছে। ভবিষ্যতে পুরো দেশব্যাপী এই ব্র্যান্ডের মাংস মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারলে বাংলাদেশের পোল্ট্রিশিল্প স্থিতিশীল হবে ।

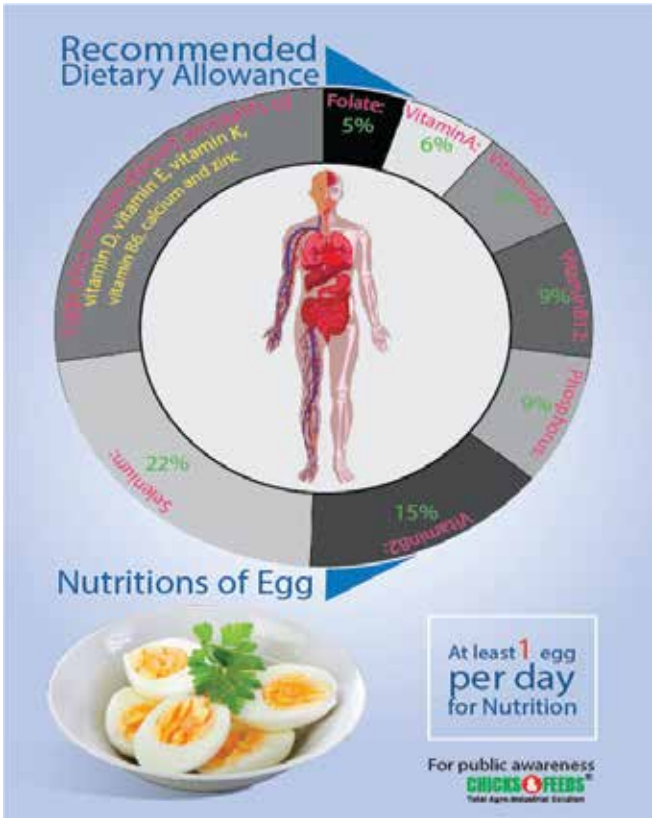

সমবেতভাবে নিশ্চিত করি নিরাপদ খাদ্য

আমরা স্মরণ করতে পারি স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৪ সালের কথা যখন মানুষের খাবার ছিলনা । এমনকি ধনী ব্যক্তিরাও ছিল এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী । হাজার হাজার মানুষ শুধু না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল । মানুষ ছিল মাত্র সাড়ে সাত কোটি । এক বিঘা জমিতে ধান উৎপাদন হতো ৫ - ৬ মণ । ৯০% মানুষেরই খাবার ছিল ভাত, ডাল, আলু বা বেগুন ভর্তা । মুরগি, গরু বা খাসির মাংস ছিল সোনার হরিণের মতো ব্যাপার । নদীতে মাছ ছিল পর্যাপ্ত কিন্তু প্রায় ৯০ ভাগ মানুষেরই তার যোগান দেওয়ার সামর্থ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সেই চিত্র পরিবর্তন হয়েছে, সেই একই পরিমান জমিতে ধান উৎপাদন হয় ২০ - ২৫ মণেরও বেশি । পরিবর্তন হয়েছে জাতীয় পুষ্টি চাহিদার আরো অনেক কিছু এবং আমরা আশা করতে পারি আগামী দশকের বাংলাদেশের মানুষের থাকবে সুষম ও নিরাপদ খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্নতা । বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুও বেড়েছে ৩৮ বছর থেকে ৭২ বছরে । এইগুলো সবই আমাদের অর্জন।

এখন সময় মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার। নিরাপদ খাদ্যের বিরুদ্ধে যায় এমন যেকোন কিছু বা যে কারো বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে সহনশীলতার মাত্রা শূণ্যের কোঠায় আনতে হবে । যেই হোক না কেন, একজন ধান চাষী, ফলমূল বা সবজি উৎপাদক কিংবা মুরগির খামারী বা ফিডমিলের মালিক সবারই উচিৎ নিরাপদ খাদ্যের ব্যাপারে সবধরনের বিবেচনা রাখা। আর নয় আমাদের কিংবা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জীবন নিয়ে খেলা । BRAND মানে হলো কোন কোম্পানির পারিবারিক ইতিহাস । ব্র্যান্ড পরিচিতি থাকা কোম্পানিগুলোর এগিয়ে আসা উচিৎ এবং তাদের ব্র্যান্ডের আওতায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকারের সাথে আলোচনা শুরু করা উচিৎ।

এ ছাড়া প্রত্যেকটি কোম্পানিরই উচিৎ ধাপে ধাপে তাদের ব্র্যান্ডের পরিচিতি, গুরুত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতাকে দিন দিন শক্তিশালী করে তোলা। এটা একটা ভ্যালু চেইন তৈরী করে । ধান, চাল, শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ, মুরগি প্রভৃতির চাষী এবং উৎপাদকগণ এই ভ্যালু চেইনের অংশীদার হবে। যদি কেউ বা এই ভ্যালু চেইনের কোন অংশীদার ভেজাল উৎপাদনের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে চায় বা চেষ্টা করে তাহলে ভ্যালু চেইনের নীতিমালা অনুসারে তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে। আমরা যদি এরকম ভবিষ্যৎ বিবেচনা করতে পারি, তাহলে এটা আমাদের শিল্পকে আরো শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে এবং আমরা নিশ্চিত করতে পারবো সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য, নিরাপদ ও সুস্থ-সবল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

একটা শিশু জন্মগ্রহণ করে কিছু মৌলিক অধিকার নিয়ে :

- নিরাপদ খাবার পানি
- নিরাপদ খাদ্য
- নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য পরিষ্কার বাতাস

এখনই সময় এক হওয়ার এবং শুরু করার নিরাপদ খাদ্য আন্দোলন এবং সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার । একতাই শক্তি, আসুন আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণে এক হয়ে কাজ করি।

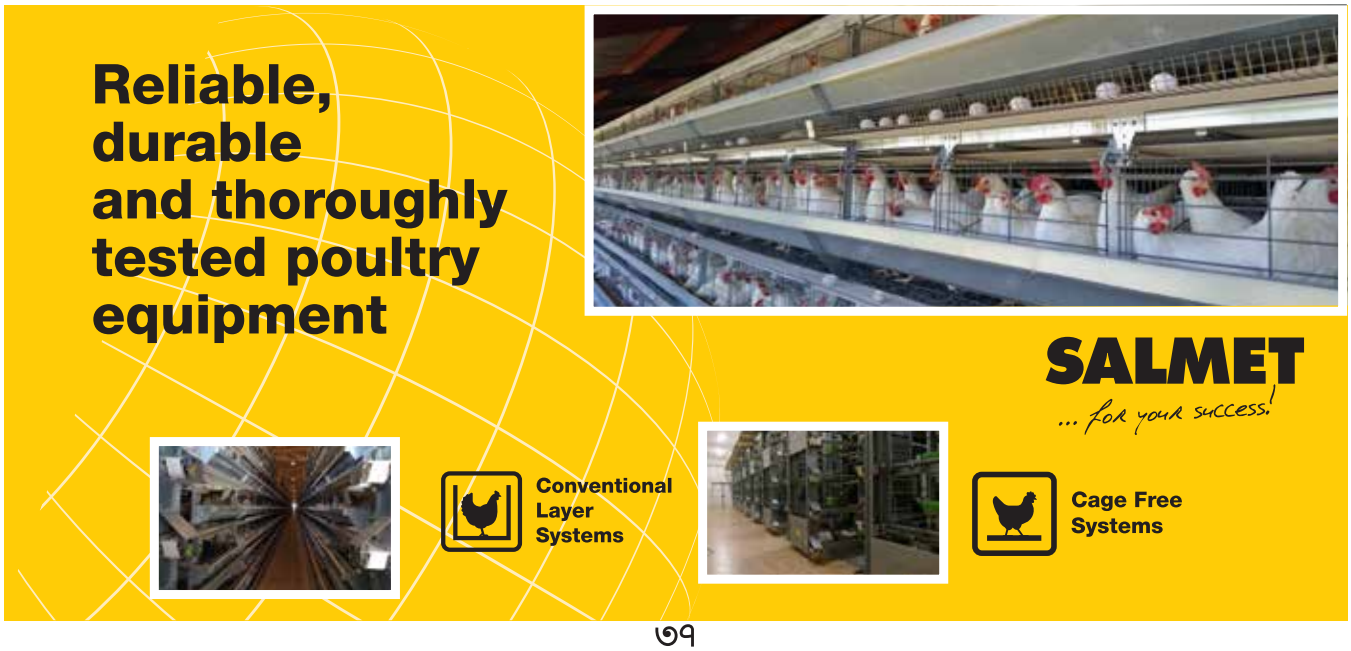

আমাদের প্রকল্পগুলোর অবস্থান

ফিডমিল

FCM

কোম্পানির নাম	অবস্থান	উৎপাদনক্ষমতা
সুর্যভিটা এগ্রো কমপ্লেক্স লিমিটেড	ভালুকো,ময়মনসিংহ	প্রতি ঘন্টায় ৩-৪ টণ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন মাছের ভুবন্ত খাদ্যের প্ল্যান্ট-২০০৪
রাজ কোয়ালিটি ফিডমিল লিমিটেড	ত্রিশাল,ময়মনসিংহ	প্রতি ঘন্টায় ৪-৫ টণ ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি ও মাছের ভুবন্ত প্ল্যান্ট -২০০৮
ইন্ডেক্স এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	ভালুকো,ময়মনসিংহ	ইউনিট-১: প্রতি ঘন্টায় ৫-৭ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি খাদ্যের প্ল্যান্ট, ২০০৮
	ভালুকো,ময়মনসিংহ	ইউনিট-২ : প্রতি ঘন্টায় ৩-৫ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি খাদ্যের প্ল্যান্ট, ২০১১
পচা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	ফুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ	প্রতি ঘন্টায় ৪-৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন মাছের ভুবন্ত খাদ্যের প্ল্যান্ট
মায়েস ফিড লিমিটেড	চুরখাই, ময়মনসিংহ	প্রতি ঘন্টায় ৫-৬ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি ফিডমিল প্ল্যান্ট -২০১৫
কেয়ারি পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারি লিমিটেড	ত্রিশাল,ময়মনসিংহ	প্রতি ঘন্টায় ৫-৭ টন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি ফিডমিল প্ল্যান্ট - ২০০৯
সুপ্রিম এগ্রো লিমিটেড	কাশিমপুর,গাজীপুর	প্রতি ঘন্টায় ৩-৪ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি খাদ্যের প্ল্যান্ট-২০০৩
ন্যাশনাল ফিডমিল লিমিটেড	মেম্বারবাড়ী, গাজীপুর	ইউনিট-১ - প্রতি ঘন্টায় ৪-৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন পোল্ট্রির খাদ্যের প্ল্যান্ট-২০০৬
	মেম্বারবাড়ী, গাজীপুর	ইউনিট -২ - প্রতি ঘন্টায় ৫-৬ টণ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন মাছের ভুবন্ত খাদ্যের প্ল্যান্ট-২০০৭
গ্রাম বাংলা ফিডমিল লিমিটেড	কাশিমপুর,গাজীপুর	প্রতি ঘন্টায় ৫-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি ও মাছের ভুবন্ত খাদ্যের প্ল্যান্ট-২০১৩

ফিডমিল

FCM

কোম্পানির নাম	অবস্থান	উৎপাদনক্ষমতা
নারিশ পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারি লিমিটেড	ভালুকা,ময়মনসিংহ	ইউনিট-১: প্রতি ঘন্টায় ২০ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ডাবল লাইন পোল্ট্রি ফিডমিল প্ল্যান্ট , ২০০৭
	বগুড়া	ইউনিট-২ : প্রতি ঘন্টায় ২৫-৩০ টণ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ডাবল লাইন পোল্ট্রি ফিডমিল প্ল্যান্ট
	শ্রীপুর, গাজীপুর	ইউনিট-৩ : প্রতি ঘন্টায় ১০-১২ টণ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রীডার ফিডমিল প্ল্যান্ট
কুলসুম ফিড লিমিটেড	ধামরাই , ঢাকা	ইউনিট -১: প্রতি ঘন্টায় ৩-৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি খাদ্যের প্ল্যান্ট, -২০১৪
পারফেক্ট এগ্রো কমপ্লেক্স লিমিটেড	ভিটি মরজাল, নরসিংদী	প্রতি ঘন্টায় ৫-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি এবং মাছের ডুবন্ত খাবারের প্লান্ট -২০১৩
শাহ আমলা ফিড লিমিটেড	বেলাবো, নরসিংদী	প্রতি ঘন্টায় ১০-১৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি ও শ্রিম্প ফিডমিল প্ল্যান্ট
সাতক্ষীরা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	লাবশা, সাতক্ষীরা	প্রতি ঘন্টায় ৫-৭ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ডুবন্ত ও চিংড়ি ফিডমিল প্ল্যান্ট
আফিল এগ্রো লিমিটেড	গাজীরদরগাহ,যশোর	ইউনিট ১ - প্রতি ঘন্টায় ৩-৪ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রীডার ফিডমিল প্ল্যান্ট - ২০১৪
	গদখালি,যশোর	ইউনিট ২ - প্রতি ঘন্টায় ২-৩ টন ক্ষমতাসম্পন্ন মাছের ভাসমান খাদ্যের প্ল্যান্ট -২০১০
আর ডি আর এস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড	পীরগঞ্জ, রংপুর	প্রতি ঘন্টায় ২-৩ টন ক্ষমতাসম্পন্ন পোল্ট্রি ফিডমিল প্ল্যান্ট - ২০০৯
প্রাইম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ	কাহালু, বগুড়া	প্রতি ঘন্টায় ৫-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি ও মাছের ডুবন্ত খাদ্যের প্ল্যান্ট-২০১১

ফিডমিল

FCM

কোম্পানির নাম	অবস্থান	উৎপাদনক্ষমতা
প্রোভিটা ফিড লিমিটেড	বারেওয়ালিয়া, চট্রগ্রাম	ইউনিট ১ - প্রতি ঘন্টায় ৫-৭ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাশ লেয়ার ফিড প্ল্যান্ট - ২০১৩
	সোনাপুর, নোয়াখালি ,চট্রগ্রাম	ইউনিট ২ - প্রতি ঘন্টায় ৫-৭ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাশ ব্রীডার ফিড প্ল্যান্ট - ২০১৪
	মাল্লান নগর, নোয়াখালী,চট্রগ্রাম	ইউনিট ৩- প্রতি ঘন্টায় ৫-৭ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাশ ব্রিডার ফিড প্ল্যান্ট - ২০১৫
নাহার ফিড লিমিটেড	মিরেশরাই , চট্রগ্রাম	ইউনিট -১: (ক) প্রতি ঘন্টায় ২৫-৩০ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ডাবল লাইন পোল্ট্রি ফিডমিল প্ল্যান্ট -২০১৫
	মিরেশরাই , চট্রগ্রাম	ইউনিট -১:(খ)প্রতি ঘন্টায় ৫-৭ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন লেয়ার ফিডমিল প্ল্যান্ট -২০১৭
	মিরেশরাই , চট্রগ্রাম	ইউনিট -২: (ক) প্রতি ঘন্টায় ১০-১২ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ডাবল লাইন মাছের ভাসমান খাদ্যের প্ল্যান্ট -২০১৭
	মিরেশরাই , চট্রগ্রাম	ইউনিট -২: (খ) প্রতি ঘন্টায় ৫-৭ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মাছের ডুবন্ত খাদ্যের প্ল্যান্ট - ২০১৯
	মিরেশরাই , চট্রগ্রাম	ইউনিট -২: (গ) ৪ - ৫ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার ২০১৯
গোল্ডেন পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিডস লিমিটেড	নাটোর	প্রতি ঘন্টায় ৪-৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি এবং মাছের খাদ্যের প্ল্যান্ট
বাংলা ফিডমিল লিমিটেড	রাজশাহী	প্রতি ঘন্টায় ৫-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি এবং মাছের ডুবন্ত খাবারের প্ল্যান্ট

ফিডমিল

FCM

কোম্পানির নাম	অবস্থান	উৎপাদনক্ষমতা
আর আর পি এগ্রো ফার্ম	ঈশ্বরদী, পাবনা	ইউনিট -১: প্রতি ঘন্টায় ৬-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি ফিডমিল প্ল্যান্ট -২০১৩
	ঈশ্বরদী, পাবনা	ইউনিট -২: প্রতি ঘন্টায় ৬-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি ফিডমিল প্ল্যান্ট -২০১৬
	ঈশ্বরদী, পাবনা	ইউনিট -৩: প্রতি ঘন্টায় ৪-৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাছের ভাসমান খাবারের প্ল্যান্ট -২০১৮
	ঈশ্বরদী, পাবনা	ইউনিট -৪: প্রতি ঘন্টায় ১২-১৪ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি ফিড প্ল্যান্ট -২০১৮
	নরসিংদী	ইউনিট -৫: প্রতি ঘন্টায় ৪০-৫০ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি ফিড প্ল্যান্ট - ২০১৯-২০
সুগন্ধা ফিড মিলস লিমিটেড	দপদোপিয়া, নলমিটি, ঝালকাঠি	ইউনিট -১: (ক)প্রতি ঘন্টায় ৬-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাছের ভাসমান খাদ্যের মিল।
	দপদোপিয়া, নলমিটি, ঝালকাঠি	(খ): প্রতি ঘন্টায় ৭-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রিম্প ফিডমিল - ২০১৮
	দপদোপিয়া, নলমিটি, ঝালকাঠি	ইউনিট -২: (ক)প্রতি ঘন্টায় ১০-১৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পোল্ট্রি ফিডমিল প্ল্যান্ট
	দপদোপিয়া, নলমিটি, ঝালকাঠি	(খ)প্রতি ঘন্টায় ১০-১৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন লেয়ার ফিডমিল প্ল্যান্ট - ২০১৮

ব্রীডারফার্ম/কমার্শিয়াল ফার্ম/ হ্যাচারী প্রকল্প

ASTINO / ISHII

কোম্পানির নাম	অবস্থান	বার্ড সংখ্যা/ উৎপাদনক্ষমতা
প্যারাগন পোলট্রি লিমিটেড	বানিয়ারচালা, ভবানীপুর, গাজীপুর	ইকুইপমেন্ট এবং শেড
প্যারাগন ব্রয়লার ফার্ম	শ্রীপুর, গাজীপুর	৮৫০০০ কমার্শিয়াল ব্রয়লার
প্যারাগন ব্রীডার ফার্ম	হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	২১০০০ ব্রীডার
নারিশ ব্রীডার ফার্ম	সাগরদিঘী - ০২	৫৪,০০০ ব্রীডার বার্ড
	রংপুর - ০২	১৮,০০০ ব্রীডার বার্ড
	রংপুর - ১০	৬৮,০০০ ব্রীডার বার্ড
আর আর পি ব্রীডার ফার্ম	গাইবান্ধা, গোবিন্দগঞ্জ	৪০০০০ ব্রীডার বার্ড
প্যারাগন হ্যাচারী	মিরেরসরাই, চট্টগ্রাম	৩*১,২০,৯৬০ ব্যাচ্চা উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন
নিউ হোপ হ্যাচারী	কুমিল্লা	৩৫*১,২০,৯৬০ ব্যাচ্চা উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন

ব্রীডারফার্ম/কমার্শিয়াল ফার্ম/ হ্যাচারী প্রকল্প

ASTINO / ISHII

কোম্পানির নাম	অবস্থান	বার্ড সংখ্যা/ উৎপাদনক্ষমতা
প্যামিফিকে পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারি	ভালুকো, মামারিশপুর	১০,০০০ বার্ড
আযির পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারি	ত্রিশাল,ময়মনসিংহ	৩০,০০০ বার্ড
ভ্যালী : আর এন্ড ডি	কাঠমুন্ডু,জিতপুর ফেডি, নেপাল	১০,০০০ বার্ড
কোয়ালিটি হ্যাচারি	ঢিকাপুর, কৈলালী, নেপাল	১০,০০০ বার্ড
দাউনে পোল্ট্রি	নাওয়ালপারেশী সুনাই, নেপাল	৬০,০০০ বার্ড
বিজু পোল্ট্রি	চিতওয়ান, নেপাল	২০,০০০ বার্ড
হিমালি পোল্ট্রি	বুটওয়াল তামনগর , নেপাল	১০,০০০ বার্ড
ঢাকো ব্রীডারেস এন্ড হ্যাচারীস লিমিটেড	নোয়াখালী	৪৮,০০০ বার্ড
এ জি এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	আছিম, ভালুকো	২০,০০০ বার্ডস
মনো হ্যাচারী	মাওনা, গাজীপুর	৮,০০০ বার্ডস

চিকেন/মিট প্রসেসিং

MEYN

কোম্পানির নাম	অবস্থান	বার্ড সংখ্যা/ উৎপাদনক্ষমতা
মি এস ডি বাংলাদেশ	ইকুরিয়া, কেরানীগঞ্জ	(প্রতি ঘন্টায় ২ × ১৩০০ চিকেন প্রসেসিং প্ল্যান্ট)
মি এস ডি বাংলাদেশ	ঈশ্বরদী, পাবনা	(প্রতি ঘন্টায় ১ × ১৩০০ চিকেন প্রসেসিং প্ল্যান্ট)
মি এস ডি বাংলাদেশ	ইকুরিয়া, কেরানীগঞ্জ	প্রতি শিফটে ৫০ টি ক্যাটেল প্রসেসিং প্ল্যান্ট

বায়োগ্যাস প্রকল্প

প্যারোগন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	চামিয়াদি, ভালুকো, ময়মনসিংহ	CSTR ডাইজেস্টর পরিমাণ ১৩৫০ কিউবিকে মিটার
প্যারোগন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	মেম্বার বাড়ী, গাজীপুর	১৩৫০ কিউবিকে মিটার ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ডাইজেস্টর

২০২০ এ চলমান এবং সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহ

ফিডমিল

FCM

কোম্পানির নাম	অবস্থান	উৎপাদনক্ষমতা
আর আর পি ফিডমিল	নরসিংদী	৪০-৫০ টন ব্রয়লার ফিড
		১২ - ১৫ টন লেয়ার ফিড
নাহার এগ্রো গ্রুপ	সিরাজগঞ্জ	৪০-৫০ টন ব্রয়লার ফিড
		১২ - ১৫ টন লেয়ার ফিড
		২০ টন ক্যাটেল ফিড
		১০ টন ডুবন্ত ফিসফিড + ১০ টন ভাসমান ফিসফিড (টুইন স্ক্রু)
নারিশ ফিডমিল লিমিটেড	বগুড়া	২০ টন ক্যাটেল ফিড
প্যারাগন গ্রুপ	সিরাজগঞ্জ	১০ - ১২ টন ক্যাটেল ফিড
	গাজীপুর	১৫ টন ব্রয়লার ফিড
আদনান এগ্রো লিমিটেড	গাজীপুর	২০ টন পোল্ট্রি ফিড এবং ১০ টন ফিস ফিড

ব্রীডারফার্ম/কমার্শিয়াল ফার্ম / হ্যাচারী প্রকল্প

ASTINO / ISHII

কোম্পানির নাম	অবস্থান
ঢাকা গ্রুপ ব্রীডার ফার্ম	নোয়াখালী
প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেড (কমার্শিয়াল ব্রয়লার ফার্ম)	শ্রীপুর, গাজীপুর
নারিশ ব্রীডার লিমিটেড	মধুপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে
নারিশ এগ্রো লিমিটেড (লেয়ার ফার্ম)	বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে
আর আর পি ব্রীডার ফার্ম	গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে
ঢাকা গ্রুপ হ্যাচারী	নোয়াখালী
মামনি এগ্রো লিঃ	চট্টগ্রাম

পোল্ট্রি প্রসেসিং

MEYN

কোম্পানির নাম	অবস্থান	বার্ড সংখ্যা/ উৎপাদনক্ষমতা
বসুন্ধরা ফুডস লিমিটেড	মানিকগঞ্জ	প্রতিঘন্টায় ৩০০০ বার্ডস
আর আর পি ফুডস লিমিটেড	ঈশ্বরদী, পাবনা	প্রতিঘন্টায় ১৩০০ বার্ডস
সাগরখালী এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	যশোর	প্রতিঘন্টায় ১৩০০ বার্ডস

ক্যাটল প্রসেসিং

MANCINI

সাগরখালী এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	যশোর	প্রতি শিফটে ১৫০ টি গরু

আমাদের মূল্যবান গ্রাহক

- আবির পোল্ট্রি অ্যান্ড হ্যাচারি লিমিটেড
- আফিল এগ্রো লিমিটেড
- এজি এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
- বাংলা ফিড মিল লিমিটেড
- বসুন্ধরা ফুড লিমিটেড
- সি এস ডি , বাংলাদেশ আর্মি
- ঢাকা ব্রীডারস অ্যান্ড হ্যাচারি লিমিটেড
- ইয়ন গ্রুপ
- গোয়ালন্দ হ্যাচারি লিমিটেড
- গোল্ডেন পোল্ট্রি অ্যান্ড ফিস ফিডস লিমিটেড
- গ্রাম বাংলা পোল্ট্রি অ্যান্ড ফিস ফিড লিমিটেড
- ইন্ডেক্স এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
- মমতা এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
- আইরিশ এগ্রো অ্যান্ড ফুড লিমিটেড
- মামনি এগ্রো লিমিটেড
- কুলসুম ফিড
- মনটানা এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ
- নাহার এগ্রো গ্রুপ
- ন্যাশনাল গ্রুপ
- নিউ হোপ বাংলাদেশ লিমিটেড
- নারিশ পোল্ট্রি অ্যান্ড হ্যাচারি লিমিটেড
- প্যারাগণ এগ্রো লিমিটেড
- পারফেক্ট এগ্রো কমপ্লেক্স লিমিটেড
- আর আর পি এগ্রো ফার্ম
- সাতক্ষীরা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
- শাহ আমলা ফিড মিল
- সুগন্ধা ফিডমিল লিমিটেড
- অন্যান্য

আমাদের গ্লোবাল পার্টনার'স

FCM
Reliable Robust User Friendly

ASTINO®
The Symbol of Quality

meyn
Innovating the future

ISHII
Ishii Livestock Equipment.co.,Ltd.Shanghai

GRUPPO MANCINI
TECNOLOGIE INDUSTRIE ALIMENTARI

SALMET®

DP CleanTech Group

S18

CHICKS & FEEDS®

Total Agro-Industrial Solution

Chicks & Feeds Limited

Chicks & Feeds Limited

info@cknfeeds.com

www.cknfeeds.com

Customer Care :

017 CKNFEEDS
25633337

অফিসঃ বাসা-৮, সড়ক-১৪, ধানমন্ডি,
ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ + ৮৮০ ২ ৯১২ ১২০৫-০৬,
+ ৮৮০ ১৭ ১১২৬ ২৩৯৪